আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানে'র সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল বিশ্ববরেণ্য এই ব্যক্তিত্ব একাধারে অনলবর্ষী বাগ্মী, সংগঠক, কলমসৈনিক, শিকড় সন্ধানী গবেষক, ধর্মতাত্ত্বিক ও স্পষ্টবাদী রাজনীতিবিদ ছিলেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আহলেহাদীছ যুবকদের মাঝে ইসলামের রূহ সঞ্চারে তাঁর আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী, বাহাইয়া, বাবিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল 'নীরব টাইমবোমা' সদৃশ। শাহাদতপিয়াসী আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালার ১৯৮৭ সালে লাহোরে এক বিশাল ইসলামী জালসায় বক্তৃতারত অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতিসঞ্চারকারী এই মনীষীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অত্র প্রবন্ধে আলোকপাত করা হ'ল।-

জন্ম :

১৯৪৫ সালের ৩১ মে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শিয়ালকোটের আহমদপুরা মহল্লায় এক ধার্মিক ব্যবসায়ী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। তাঁর বাবা হাজী যহূর ইলাহী মুত্তাক্বী-পরহেযগার ও তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন।[১১২]

শিক্ষাজীবন :

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে প্রথমত দাহারওয়াল গ্রামের এম.বি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষে উঁচী মসজিদ বাজার পানসারিয়াতে কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্য ভর্তি করা হয়। যহীর প্রচণ্ড মেধাবী হওয়ায় মাত্র দেড় বছরে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন।[১১৩] মাহবূব জাবেদকে দেয়া জীবনের সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে নিজের বাল্যজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি শিয়ালকোটের এক ব্যবসায়ী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা যহূর ইলাহী ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত এবং ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড অনুরক্ত ছিলেন। উনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটীর অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ভক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি বাল্যকালেই আমাকে কুরআনের হাফেয বানানো এবং ইসলামের খিদমত করার জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি যখন প্রাইমারী স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তখন আমার বাবা আমাকে কোন (মাধ্যমিক) স্কুলে ভর্তি করার পরিবর্তে কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্য নিয়োজিত করেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাড়ে সাত বছর। আল-হামদুল্লিাহ, আমি নয় বছর বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করি এবং হিফয সমাপনান্তেই রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র ছালাত পড়াতে শুরু করে দেই'।[১১৪]

হিফয সম্পন্ন করার পর তাঁকে 'দারুল উলূম শিহাবিয়াহ' মাদরাসায় ভর্তি করা হয়। এরপর গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদরাসা 'জামে'আ ইসলামিয়া'য় ভর্তি হন। এখানে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, পঞ্চাশের অধিকবার বুখারীর দরস প্রদানকারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ (পশ্চিম) পাকিস্তানে'র সাবেক আমীর আল্লামা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর (১৮৯৭-১৯৮৫) কাছে হাদীছের দরস গ্রহণ করেন।[১১৫] আল্লামা যহীর বলেন, 'এরপর আমার বাবা দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাকে বিভিন্ন মাদরাসায় ভর্তি করান। আমি গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদরাসা জামে'আ ইসলামিয়াতে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের নবযাত্রা আরম্ভ করি। প্রাথমিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানের খ্যাতিমান শিক্ষক মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর কাছে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি। মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী শুধু জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীরই ছিলেন না; বরং তিনি এ সম্মানও অর্জন করেছিলেন যে, পাক-ভারতের অধিকাংশ আহলেহাদীছ আলেম সরাসরি বা কোন না কোন মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেছেন। মাওলানা গোন্দলবীর কাছে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের পর ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের মানসে কিছুদিন (জামে'আ সালাফিয়া) ফয়ছালাবাদেও ছিলাম। বিশেষ করে আমি ওখানে মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল্লাহ্‌র কাছে মা'কূলাতের গ্রন্থাবলী

---

* *এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১১২. *মিয়াঁ মুহাম্মাদ ইউসুফ সাজ্জাদ, 'ইয়াদূ কী বারাত', মুমতায ডাইজেস্ট, লাহোর, পাকিস্তান, ইহসান ইলাহী যহীর ও তাঁর শহীদ সাথীবর্গের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা-২, অক্টোবর '৮৭, পৃঃ ১১৬।*

১১৩. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬।*

১১৪. *আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর সে আখেরী ইন্টারভিউ, সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মাহবূব জাবেদ, মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭, পৃঃ ৪২।*

১১৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬; www.wikipedia.org।*

অধ্যয়ন করি। মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল্লাহ ফতেহপুর সিক্রি থেকে হিজরত করে ফয়ছালাবাদে এসেছিলেন এবং মা'কূলাতের বিষয়াবলী পড়ানোতে তাঁর পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি তাঁর কাছে দর্শন ও মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) পড়েছি এবং এই দুই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছি। ১৯৬০ সালে আমি শুধু ফারেগ হয়েছিলাম তাই নয়; বরং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রিও অর্জন করেছিলাম'।[১১৬]

ছয় বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন :

আল্লামা যহীর তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তিনি ১৯৬০ সালে ফার্সী, ১৯৬১ সালে উর্দূ এবং ১৯৬২ সালে আরবী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাছাড়া করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এভাবে একজন মাদরাসাপড়ুয়া হয়েও ছয়টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভের অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন।[১১৭] আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি এই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছি যে, অল্প সময়ের ব্যবধানে এখন আমার নিকট ৬টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি আছে এবং আমি এল.এল.বিও করে রেখেছি। দ্বীনী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আমি মসজিদ ও মাদরাসায় চাটাইয়ে বসে এসব ডিগ্রি অর্জন করেছি'।[১১৮]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি : জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন

আল্লামা যহীর ১৯৬০ সালে জামে'আ সালাফিয়া (লায়েলপুর, ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান) থেকে ফারেগ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদগ্র বাসনায় বাবা-মা ও শিক্ষকদের উৎসাহে ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পাকিস্তানী ছাত্র হিসাবে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রথম পাকিস্তানী ছাত্র ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ আশরাফ, যিনি পরবর্তীতে ওখানকার প্রফেসর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এখানে ভর্তি হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে যহীর আরবীতে কথা বলা, বক্তব্য দেয়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করেন।[১১৯] আল্লামা যহীর বলেন, 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে আমি আরবী বলার দক্ষতা অর্জন করি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিই একমাত্র অনারব ছাত্র ছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব ছাত্রদের সাথে কোন প্রকার ইতস্ততঃ ছাড়াই আরবী বলত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আরব ছাত্র একথা বলতে পারত না যে, সে আমার চেয়ে ভাল আরবী বুঝতে বা বলতে পারে। আমার প্রচুর আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল এবং আমি কুরআন মাজীদের হাফেযও ছিলাম। এজন্য আরবী ভাষায় খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতাম'।[১২০]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেসব শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ, মুহাক্কিক্ব শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯), সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববিখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯৯৯), 'আযওয়াউল বায়ান' শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (১৩২০-১৩৯৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল কাদের শায়বাতুল হামদ মিসরী, শায়খ আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালিম, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ।[১২১]

১৯৬৭ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ফাইনাল পরীক্ষায় ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৯২টি দেশের ছাত্রদের মাঝে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[১২২]

ফারেগ হওয়ার পূর্বেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ : একটি বিস্ময়কর ঘটনা

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আল্লামা যহীর 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল' (القاديانية دراسات وتحليل) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত এগুলো ছিল তাঁর ঐসব লেকচারের সমাহার, যেগুলো তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রদান করতেন। কারণ তখন কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আরব শিক্ষকদের জ্ঞান ছিল একেবারেই সীমিত। সেজন্য তিনি ধর্মতত্ত্ব ক্লাসে ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে লেকচার প্রদান করতেন এবং এগুলো সমৃদ্ধাকারে আরবী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতেন।

---

১১৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪২-৪৩।*

১১৭. *মুহাম্মাদ আসলাম তাহের মুহাম্মাদী, 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর শহীদ : এক হামাপাহ্লু শাখছিয়াত', মাসিক শাহাদত (উর্দূ), ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬, ১১৮, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩; www. wikipedia.org.*

১১৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।*

১১৯. *মুহাম্মাদ খালেদ সাইফ, 'মাতায়ে দ্বীন ও দানেশ জো লুট গায়ী', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১২৭; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২।*

১২০. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।*

১২১. *মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, আল-ইমাম আল-আলবানী (কায়রো : দারুল গাদ আল-জাদীদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হিঃ/২০০৬), পৃঃ ১৪৩; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৭।*

১২২. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫, ১২৭।*

উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশের সময় প্রকাশক যহীরকে বললেন, যদি লেখকের পরিচয়ে 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র'র (طالب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) পরিবর্তে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ' (خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) লেখা হয়, তাহ'লে এ বইয়ের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে। আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি প্রকাশকের এই আগ্রহের কথা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন) ভাইস চ্যান্সেলর আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায-এর কাছে ব্যক্ত করলাম। উনি বিষয়টি ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডির কাছে উপস্থাপন করলে আমার বইয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে গভর্নিং বডি এই সিদ্ধান্ত নেন যে, আমার বইয়ে আমার নামের সাথে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ' লেখার অনুমতি দেয়া যায় এবং আমাকে এই অনুমতি প্রদানও করা হ'ল। আমার প্রথম গৌরব এটা ছিল যে, আমি আমার ক্লাসে শিক্ষকদের পরিবর্তে ছাত্রদেরকে কাদিয়ানী মতবাদের উপর লেকচার প্রদান করেছি এবং আমার এই লেকচার সমগ্র বই আকারে আমার ছাত্র জীবনেই প্রকাশিত হয়েছে। আর আমার দ্বিতীয় গৌরব এটা ছিল যে, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আমাকে 'ফারেগ' সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে, যখন আমাকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল তখন আমি ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে একদিন রসিকতা করে বলেছিলাম, 'মাননীয় শায়খ! যদি আমি ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করি তাহলে এই সার্টিফিকেটের কী হবে'? ভাইস চ্যান্সেলর মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি ইহসান ইলাহী যহীর ফেল করে তাহ'লে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করে দিব'। মূলত এটা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর আস্থার বহিঃপ্রকাশ ছিল এবং নিজেকে আমি এই আস্থার যোগ্য প্রমাণ করতে কখনো কার্পণ্য করিনি'।[১২৩]

কুয়েতের এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন : সাহিত্য পুরস্কার লাভ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি আরবী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। এমনকি এ সময় তিনি একটি আরবী পত্রিকাও বের করেন। তিনি কুয়েতের একটি বহুল প্রচারিত আরবী পত্রিকায় ১৯৬৫ সালে ধর্মতত্ত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যাঙ্গনে হৈচৈ ফেলে দেন। পরবর্তীতে একই প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রিকাও লুফে নেয়। ঐ প্রবন্ধের জন্য তিনি বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।[১২৪]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাব :

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ওখানকার আলেমগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য পাঠ চুকানো মাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি সবিনয়ে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি এবং যা কিছু আমার কাছে আছে তা দিয়ে আমার দেশের সেবা করব। স্বদেশবাসীর কাছে আমার জ্ঞান পৌঁছাব। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং অপরিসীম দেশপ্রেমের কারণেই আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে পাকিস্তানে চলে এসেছি। কুরআন মাজীদের হুকুমও এই যে, একদল লোক এমন থাকা চাই যারা জ্ঞান অর্জন করে নিজের জাতির লোকদের কাছে ফিরে এসে নিজের অর্জিত জ্ঞান তাদের মাঝে বিতরণ করবে'। অন্য আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার একটা উদ্দেশ্য তো এটাও ছিল যে, আমি জমঈয়তে আহলেহাদীছকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করব। পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা। কারণ পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল'।[১২৫]

সাংবাদিকতা ও প্রবন্ধ লিখন :

দেশে থাকা অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন উর্দূ পত্র-পত্রিকায় কাদিয়ানীদের সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখেন।[১২৬] দেশে ফিরে এসে তিনি 'চাটান', 'লায়ল ওয়া নাহার', 'আক্বদাম', 'কোহেস্তান' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে উর্দূতে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। তিনি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম', সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' ও 'আল-ইসলাম'-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানে'র মুখপত্র রূপে 'তরজুমানুল হাদীছ' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকাও

১২৩. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৪-৪৫।*

১২৪. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৭।*

১২৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৬।*

১২৬. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল (রিয়াদ : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ৯।*

বের করেন। এ পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করেন।[১২৭]

বাগ্মী হিসাবে আল্লামা যহীর :

বাল্যকাল থেকেই ইহসান ইলাহী যহীরের বক্তৃতার প্রতি ঝোঁক ছিল। অনলবর্ষী বাগ্মী হওয়ার স্বপ্নের জাল তিনি আশৈশব বুনতেন। এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বাল্যকাল থেকেই বক্তৃতার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। আমার ফুফা স্বাধীনচেতা এবং মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহঃ)-এর আস্থাভাজন ও ভক্ত ছিলেন। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর বক্তৃতার কথা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আলোচিত হ'ত এবং বাল্যকাল থেকেই আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমিও বড় হয়ে বক্তা হব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর ব্যক্তিত্ব আমার জন্য অনুপ্রেরণা ছিল। আমি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে তারাবীহ্র ছালাত পড়াতে লাগি। এভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার বক্তৃতাশিল্পও সুদৃঢ় হ'তে থাকে'।[১২৮]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হজ্জের সময় ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাজীদেরকে হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করার জন্য মসজিদে নববীতে যহীরের জন্য 'বাবুস সঊদ' (সঊদ দরজা) নির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। একদিন মসজিদে নববীতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা দেয়া শুরু করার পর লক্ষ্য করেন যে, তাঁর চতুর্স্পার্শ্বে ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাজীরা ছাড়াও বহু সংখ্যক আরব হাজী অবস্থান করছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে আরবীতে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। প্রথমে সামান্য বাধো বাধো ভাব হ'লেও দ্রুত তা দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করেন যে, তিনি আরবী ভাষায় বক্তব্য দিতে সক্ষম। এরপর থেকে প্রত্যেক বছর হজ্জের মওসুমে আরবীতে বক্তৃতা দিতেন।[১২৯]

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় মসজিদে নববীতে আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে আল্লামা যহীরের তেজোদীপ্ত ঈমান তাঁর বাগ্মীসত্তাকে জাগিয়ে তুলে। ফলে তিনি সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে অগ্নিঝরা বক্তৃতায় বলেন, 'পৃথিবী সবসময় মদীনায় আগন্তুক কাফেলাগুলোর পদভারে মুখরিত হওয়ার খবর শুনত। আর আজ আমরা মদীনার রাস্তাঘাটে ইহুদীদের আক্রমণের খবর শুনছি'। একথা বলার সাথে সাথে উপস্থিত যুবক ও বৃদ্ধদের 'আল-জিহাদ' 'আল-জিহাদ' শ্লোগানে মসজিদে নববী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। গোটা মদীনায় যেন প্রতিশোধের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়।[১৩০]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বক্তৃতার খ্যাতি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে আসার পর তিনি ১৯৬৮ সালে লাহোরের 'প্রাচীন ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' বলে কথিত[১৩১] চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আগুনঝরা জুম'আর খুৎবা শোনার জন্য লাহোরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ মসজিদে লোকজনের ঢল নামত।[১৩২]

ছাত্রজীবন থেকেই আল্লামা যহীর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেও চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মূলত তাঁর নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতার নবযাত্রা শুরু হয়। মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হ'লেও তিনি সবসময় উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। দেশের যে প্রান্তেই বক্তৃতা দিতে যেতেন সেখানেই প্রচুর লোক সমাগম হ'ত। শ্রোতা সংখ্যা লাখ পর্যন্ত ঠেকত। মুক্বাল্লিদরাও তাঁর বক্তব্য শুনতে যেত। যেকোন বিষয়েই বক্তব্য দিয়ে বাজিমাত করতেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁকে 'সুরেশে ছানী' (দ্বিতীয় সুরেশ) বলত। বক্তব্যের হক তিনি যথাযথ আদায় করতেন। কুরআন, হাদীছ থেকে দলীল এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উদাহরণ পেশ করতেন।[১৩৩]

১৯৬৮ সালে আইয়ূব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও কেউ টুঁ শব্দটি করার দুঃসাহস রাখত না। করলেই জেলে পুরে নাস্তানুবাদ করা হ'ত। এমনই এক দুঃসন্ধিক্ষণে আল্লামা যহীর লাহোরে ঈদের মাঠে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '১৯৬৮ সালের ঘটনা। আমি মূলত চীনাওয়ালী মসজিদের খতীবের পদে আসীন ছিলাম। সেই সময় ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। ইকবাল পার্কে- যাকে মিন্টু পার্কও বলা হয়, চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব হিসাবে ঈদের জামা'আতে

১২৭. *আহমাদ শাকির, 'আল-ই'তিছাম কী চালীসবেঁ জিলদ কা আগায মাযী আওর হাল কী মুখতাছার সারগুযাশত' (সম্পাদকীয়), সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম', বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২, ১-৮ জানুয়ারী ১৯৮৮, লাহোর, পাকিস্তান, পৃঃ ৪; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮-১৯; বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫, ১১৮; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২।*

১২৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।*

১২৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩-৪৪।*

১৩০. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২-২৩।*

১৩১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ৩৮২।*

১৩২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

১৩৩. *প্রফেসর মুহাম্মাদ ইয়ামীন মুহাম্মাদী, 'ইসলাম কা বেবাক সিপাহী, বেমেছাল মুছান্নিফ ইহসান ইলাহী' মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৭।*

ইমামতি করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। মাওলানা দাঊদ গযনবীর সময় থেকেই ইকবাল পার্কের ঈদের জামা'আতকে লাহোরে 'ঈদে আযাদগাঁ' রূপে আখ্যা দেয়া হ'ত এবং এখানকার জামা'আত লাহোরের কয়েকটি বড় ঈদের জামা'আতের মধ্যে গণ্য হ'ত। ১৯৬৮ সালে যখন এই দেশের জনগণ ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিল এবং তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল, তখন ঈদের কয়েকদিন পূর্বে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আনওয়ার (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে পুলিশের উদ্ধত আচরণের কারণে লাহোর শহরে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দানা বেঁধে উঠেছিল। লোকদের প্রত্যাশা ছিল, ঈদে আযাদগাঁর খুৎবায় আইয়ূব খানের সরকারকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে। এজন্য ঈদের পূর্বেই আমার কাছে প্রতিনিধি দল আসা শুরু হয়ে যায়। কিছু লোকের ধারণা ছিল, আমি রাজনীতিবিদ নই। সুতরাং আমি অনুমতি দিলে তারা ওখানকার খুৎবার জন্য এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন যিনি ঐ ঈদের জামা'আতের ইমামের মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন। এ প্রেক্ষিতে আমি ঐ বন্ধুদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলি। ঈদের খুৎবায় আমি যে বক্তব্য দিয়েছিলাম তাকে আমার প্রথম রাজনৈতিক বক্তব্যও বলা যেতে পারে। আমার ঐ বক্তব্যের প্রভাব এতই গভীর ছিল যে, (বক্তব্যের পর) অনেক মানুষ আবেগের আতিশয্যে নিজেদের জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমার স্মরণ আছে, আগা সুরেশ কাশ্মীরীও ঈদের খুৎবার শ্রোতা ছিলেন। ঈদের ছালাতের পর আমাকে উনি মিয়াঁ আব্দুল আযীয বার এট ল-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'আমি নিজেই বক্তৃতা শিল্পে অনেক দক্ষতা রাখি। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, ইহসান ইলাহী! যদি তুমি ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেয়া ছেড়েও দাও তাহ'লে তোমার এই এক বক্তৃতার দ্বারাই তোমাকে পাক-ভারতের কতিপয় বড় বক্তাদের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে'।[১৩৪]

মিয়াঁ আব্দুল আযীয ঐ সময় বলেছিলেন, 'যদি পাক-ভারতের বাগ্মীদের উল্লেখযোগ্য বক্তব্যগুলোকে একত্রিত করা হয় তাহ'লে এই বক্তব্যই শীর্ষস্থানে থাকবে'।[১৩৫]

১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এশার ছালাতের পর ইকবাল রোর্ড শিয়ালকোটে অবস্থিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ষষ্ঠ কুরআন ও হাদীছ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আল্লামা যহীর তাওহীদের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। মাসূনন খুৎবা ও আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠের পর কুরআন মাজীদের সূরা আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। এ বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট জীবিত ব্যক্তিদেরকে ভয় করাও শিরক এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে ভয় করাও শিরক। আমরা তাওহীদের তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করি না। আর যে ব্যক্তি নিজের মনের মধ্যে চিরস্থায়ী চিরঞ্জীবের ভয় স্থান দেয়, তিনি তাকে সৃষ্টিজগতের ভয় থেকে মুক্ত-স্বাধীন করে দেন। এই শিক্ষাই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দিয়েছেন'। তিনি আরো বলেন, 'শুনুন! তাওহীদের সবচেয়ে বড় উপকারিতা এই যে, তাওহীদী আক্বীদা পোষণের পর মানুষ গায়রুল্লাহ্‌র ভয় থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। এরপর আর কাউকে ভয় করে না। কারণ তাওহীদপন্থীর এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ 'তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন (হক্ব) ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন' *(আ'রাফ ১৫৮)*। মৃত্যুও তাঁর আয়ত্বাধীন এবং জীবনও তাঁর আয়ত্বাধীন। তিনি ব্যতীত কেউ মারতে পারেন না, কেউ জীবিত করতেও পারে না। যার বিশ্বাস এরূপ হবে সমগ্র সৃষ্টিজগত তার কিছুই করতে পারবে না'। এরপর আহলেহাদীছদেরকে সম্বোধন করে তিনি দরদমাখা কণ্ঠে বলেন,

اهل حدیثو! الله کا تم پر انعام ہے کہ تم توحیدوالوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. تمھیں نہیں معلوم توحید کی قدر کیا ہے؟ توحید کی قدر کسی سے پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو الله نے بعد میں ھدایت دی ہے.

'আহলেহাদীছগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হ'ল তোমরা তাওহীদপন্থীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ। তাওহীদের মূল্য কি- তা তোমাদের জানা নেই? তাওহীদের মূল জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যাকে আল্লাহ পরে হেদায়াত দান করেছেন'।

او لوگو! توحید کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو، جو شرك کی پستیوں سے نکل کر توحید کی بلندیوں پہ آئے. اهل حدیثو! کعبہ کے رب کی قسم، تم زندگی کی آخری لمحات تك اگر خدا کا شکر ادا کرتے رہو، تو اس کے کئے ہوئے انعام کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ الله نے تمھیں اپنی توحید کا علمبردار بنایا ھے.

'ওহে লোকসকল! তাওহীদের মূল্য জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যে শিরকের নীচুতা থেকে বের হয়ে তাওহীদের উচ্চতায় পৌঁছেছে। আহলেহাদীছগণ! কা'বার প্রতিপালকের কসম! তোমরা যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত

১৩৪. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫২।*
১৩৫. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

পর্যন্ত আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে থাক তাহ'লেও তাঁর কৃত (এই) অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় তাওহীদের ধারক-বাহক বানিয়েছেন'। তিনি আরো বলেন, 'আজ আমাদের দেশ, জাতি ও জনগণের যত অসুখ আছে সেগুলোর মূল হ'ল শিরক'।[১৩৬]

আরবী ভাষাতেও আল্লামা যহীর চমৎকার বক্তৃতা দিতেন। যখন তিনি এ ভাষাতে বক্তব্য দিতেন তখন মনে হ'ত এটা তাঁর মাতৃভাষা। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে তিনি আরবীতে বক্তৃতা দিয়েছেন। আরবী ভাষার বড় বড় পণ্ডিত তাঁর আরবী বক্তৃতা শুনে প্রভাবিত হয়েছে। একজন অনারবের মুখ থেকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বক্তৃতা শুনে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেত। মোদ্দাকথা, তিনি আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষায় প্রথমসারির বক্তা ছিলেন।[১৩৭] ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাঁধলে তিনি মসজিদে নববীতে জিহাদের উপর এক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ওখানে উপস্থিত আরব বিশ্বের খ্যাতিমান বাগ্মী, অশীতিপর আলেম, 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা' গ্রন্থের লেখক ড. মোস্তফা আস-সিবাঈ বক্তব্য শেষে তাঁর কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বলেছিলেন, أنا خطيب العرب وأنت أخطب منى. 'আমি আরব বিশ্বের বড় বাগ্মী আর তুমি আমার চেয়েও বড় বাগ্মী'।[১৩৮]

মুবাল্লিগ হিসাবে যহীর :

আল্লামা যহীর একজন বড় মাপের মুবাল্লিগ ছিলেন। দ্বীনের তাবলীগের জন্য তিনি পাকিস্তানের শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র বক্তব্য দিয়েছেন। হাযার হাযার লোক তাঁর বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছে। যারা বংশগতভাবে মুসলমান ছিল তারা আমলী মুসলমানে পরিণত হয়েছে। বহু লোক তাঁর বক্তব্য শুনে শিরক-বিদ'আত ছেড়ে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন কনফারেন্সে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। সঊদী আরব ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র ছাড়াও তিনি বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ভিয়েনা, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, হংকং, থাইল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য তাবলীগী সফর করেছেন।[১৩৯]

[চলবে]

১৩৬. *হাফেয হাফীযুল্লাহ, 'শিয়ালকোট মেঁ শহীদে মিল্লাত হযরত আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কা আখেরী ইয়াদগার খেতাব', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ৩৮-৫২।*

১৩৭. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২২, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৭-১৮।*

১৩৮. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১২৮।*

১৩৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২০, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮।*

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*-নূরুল ইসলাম**

[মে ২০১১ সংখ্যার পর]

রাজনীতির ময়দানে যহীর :

১৯৬৮ সালে লাহোরে ঈদের মাঠে আইয়ূব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর যে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তা তাঁকে রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেন, 'ঈদের ছালাতের খুৎবায় আমি যে বক্তব্য প্রদান করি তাকে আমার প্রথম রাজনৈতিক ভাষণও বলা যেতে পারে'। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী আগা সুরেশ কাশ্মীরী বলেছিলেন, 'তুমি যদি ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেয়া ছেড়েও দাও তাহ'লে তোমার এই এক বক্তৃতার দ্বারাই তোমাকে পাক-ভারতের কতিপয় বড় বক্তাদের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে'। আগা সুরেশ কাশ্মীরীর এই প্রশংসাসূচক মন্তব্য সম্পর্কে আল্লামা যহীর বলেন, 'আগা সুরেশ কাশ্মীরীর এই কথাগুলো আমার আগ্রহের পারদ বাড়িয়ে দেয় এবং আমার এই বক্তৃতা আমাকে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত করে তুলে। অনেক দিন পর্যন্ত আমার এই বক্তব্যের গর্জন দেশময় শুনা গিয়েছিল। এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনিতে পুরা লাহোর শহর কেঁপে উঠেছিল। বস্তুত আমার এই বক্তব্য আমাকে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ ময়দানে নিয়ে এসেছিল'।[১৫৬] এভাবে আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে তিনি শরীক হন। নওয়াবযাদাহ নাছরুল্লাহ খান আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে 'জমহূরী মাহায' নামে আন্দোলন জোরদার করলে আল্লামা যহীর তার সাথে যোগ দেন।[১৫৭]

ইয়াহ্ইয়া খান, যুলফিকার আলী ভুট্টো (মৃঃ ১৯৭৯) ও যিয়াউল হকের (১৯২৪-৮৮) সময়ও তিনি রাজনীতিতে পুরাপুরি সক্রিয় ছিলেন। এসব স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তাঁকে জেলের ঘানিও টানতে হয়েছে। ভুট্টোর সময় তাঁর বিরুদ্ধে ৯৫টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। যার মধ্যে হত্যা মামলাও ছিল।[১৫৮] তিনি মাহবূব জাবেদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যদি আপনি যুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে ইসলামী দলগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন তাহ'লে সেগুলোর মধ্যে জমঈয়তে আহলেহাদীছ এবং এর নওজোয়ান মুখপাত্র ইহসান ইলাহী যহীর-এর ভূমিকা যেকোন ইসলামী সংগঠন বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের তুলনায় কম কার্যকর দেখবেন না। যুলফিকার আলী ভুট্টোর সময় আমাকে জেল-যুলুমের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে আমিই বৃষ্টির প্রথম ফোঁটার ভূমিকা পালন করেছিলাম। আমাকে শারীরিকভাবে কষ্টও দেয়া হয়েছিল'।[১৫৯]

উল্লেখ্য, জেল-যুলুমে নাস্তানাবুদ করেও বাগে আনতে না পেরে ভুট্টোর পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁর পসন্দমত যেকোন আরব রাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আপোষহীন ইহসান ইলাহী যহীর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৬০]

একটি মিথ্যা হত্যা মামলা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর একবার বুরেওয়ালায় বক্তব্য প্রদান করে ট্যাক্সিযোগে খানেওয়াল যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে একজন উকিল এবং ছাত্রনেতা ছিলেন। নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সি ড্রাইভারের তন্দ্রা আসলে ট্যাক্সি নদীতে পড়ে যায়। এতে তিনি ও তাঁর সাথীদ্বয় আহত হন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সে সময় পাঞ্জাবের গভর্ণর গোলাম মোস্তফা খের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 'পাকিস্তান পিপলস পার্টির' (পিপিপি) সদস্য বলে দাবী করেন এবং তার হত্যার জন্য আল্লামা যহীরকে দায়ী করে লাহোরে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করেন। আল্লামা যহীর বলেন, 'পাঞ্জাবের শতবর্ষের পুরনো ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথম ঘটনা ছিল যে, খোদ পাঞ্জাবের গভর্ণর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছিল'। তিনি আরো বলেন, 'আমাকে রামাযান মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খেতে দেয়া হয়নি। আমার ১০৪ ডিগ্রী জ্বর হয়েছিল এবং এই অবস্থায় যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন গোলাম মোস্তফা খেরের নির্দেশে শুধু হাসপাতালে পুলিশ প্রহরাই বসানো হয়নি; বরং আমার পায়ে বেড়িও পরানো হয়েছিল'। এই মিথ্যা মামলায় যামিন নেয়ার জন্য সেশন কোর্ট, হাইকোর্ট থেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।[১৬১] জেলখানায় থাকা অবস্থায়ও তিনি কয়েদীদেরে মধ্যে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যান এবং অনেকেই তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়।[১৬২]

ইস্তেকলাল পার্টিতে[১৬৩] যোগদান :

** এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৫৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭, পৃঃ ৫২।*

১৫৭. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

১৫৮. *ঐ।*

১৫৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫২।*

১৬০. *Dr. Ali bin Musa az-Zahrani, The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.*

১৬১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৩।*

১৬২. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.*

১৬৩. *১৯৭২ সালের ১লা মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে এই পার্টির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এয়ার মার্শাল আছগর খান এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এটি 'গণঐক্য আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। দ্রঃ Nadeem Shafiq Malik, The formation of the Tehrik-i-Istiqlal and the General Elections of 1970, Pakistan Journal of History and Culture, Vol. 13, No. 2, July-December 1992, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, Pakistan, p. 89-92.*

রাজনৈতিক তৎপরতা ও জ্বালাময়ী বক্তব্যের কারণে আল্লামা যহীর ভুট্টো সরকার বিশেষত পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্ণর গোলাম মোস্তফা খের-এর কোপানলে পড়েন। পাকিস্তানের প্রায় সকল শহরেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। একা তাঁর পক্ষে এ সকল মামলার মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। তাঁর ভাষায়, 'মোকদ্দমাগুলো পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শহরে উকিলের প্রয়োজন হ'ত। আমি চিন্তা করলাম, আমাকে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে হবে। আমি এয়ার মার্শাল আছগর খানের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। আমি (১৯৭২ সালে) 'তাহরীকে ইস্তেকলাল' পার্টিতে যোগদান করি এবং আমাকে এ পার্টির কেন্দ্রীয় তথ্য সম্পাদক বানানো হয়। ১৯৭৭ সালের আন্দোলনের সময় আমি তাহরীকে ইস্তেকলাল-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধানও ছিলাম'।

১৯৭৮ সালে নিম্নোক্ত কারণে তিনি এ দল ত্যাগ করেন। এক- উক্ত পার্টিতে যোগদানের পর আছগর খানের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অদক্ষতা লক্ষ্য করেন। আল্লামা যহীর আরো খেয়াল করেন যে, আছগর খান চামচা স্বভাবের লোকদের বেশী পসন্দ করেন। যারা তাঁর সব কথায় 'জো হুকুম' বলে কপট আনুগত্য প্রকাশ করে। এ ধরনের লোকদেরকেই তিনি দলের সক্রিয় (?) নেতা-কর্মী বলে মনে করতেন। দুই- উক্ত পার্টি ত্যাগ করার দ্বিতীয় কারণ ছিল মালেক উযীর আলী। যহীর বলেন, 'ইনি এক আজব কিসিমের লোক ছিলেন। যখনই দলের উপর কোন ঝক্কি-ঝামেলা আসত, তখনই ইনি ছুটি নিতেন'। ইনিও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন না। সেজন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী যারা দলে ছিল তাদের বিরুদ্ধে আছগর খানের কান ভারি করতেন। তাছাড়া তিনি সমাজতান্ত্রিকও ছিলেন। ইসলামকে মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি আছগর খানকে ক্ষমতা দখলের চোরাগলি দেখাতেন। ফলে আছগর খানও তার প্ররোচনায় ক্ষমতা লাভের নেশায় মদমত্ত হয়ে উঠেন। তার যেন আর ত্বর সইছিল না। ভুট্টোর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য মনে করতে থাকেন। জেনারেল যিয়াউল হক তার এই উচ্চাভিলাষ আঁচ করতে পেরে তাকে প্রধানমন্ত্রী করার লোভ দেখান। এতে তিনি যিয়াউল হকের কাছে ঘেঁষতে থাকেন। এদিকে যিয়াউল হক তাঁর ক্ষমতা নিষ্কণ্টক ও মার্শাল ল' প্রলম্বিত করার জন্য ভুট্টোর পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী রাজনৈতিক জোট 'পাকিস্তান কওমী ইত্তেহাদ' (Pakistan National Alliance) ভেঙ্গে যাক তা মনে-প্রাণে কামনা করছিলেন। তাই তিনি আছগর খানকে ইরান সফরে গিয়ে ইরানী প্রেসিডেন্ট রেযা শাহ পাহলভীর এন.ও.সি (নন অবজেকশন সার্টিফিকেট) নিয়ে আসতে বলেন। ইরান থেকে ফিরে আছগর খান 'কওমী ইত্তেহাদ'-এর সাথে 'ইস্তেকলাল পার্টির' সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেন। ফলে রাগে-ক্ষোভে-অভিমানে যহীর ইস্তেকলাল পার্টি ত্যাগ করেন। তাঁর ভাষায়, 'আমার নিকট ঐ দুঃসন্ধিক্ষণে 'কওমী ইত্তেহাদ'-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা জাতির সাথে বড় ধরনের গাদ্দারির শামিল ছিল'।[১৬৪]

সক্রিয় রাজনীতিতে থাকা অবস্থায় তিনি কখনো আপোষকামিতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। কোন লোভ-লালসা তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। জেনারেল যিয়াউল হক তাঁকে ধর্মমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৬৫]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান :

১৯৭৮ সালে ইস্তেকলাল পার্টি ত্যাগের পর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে জমঈয়তে আহলেহাদীছে ফিরে এসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার নিবেদন করেন। ইতিপূর্বে উক্ত পার্টিতে যোগ দিলেও তাঁর ভাষায় তিনি কখনো 'চিন্তাধারার' দিক থেকে জমঈয়ত থেকে পৃথক হননি। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর উদ্যোগে ১৯৮১ সালে জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, গুজরানওয়ালাতে বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে জমঈয়তে আহলেহাদীছ নতুনভাবে গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চার হাযার আলেমের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৮ জন বিশিষ্ট আলেমের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ইহসান ইলাহীকে জমঈয়তের আমীর করার সুফারিশ করে। কিন্তু তিনি উক্ত দায়িত্ব নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে জমঈয়তের একজন সদস্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। ফলে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' নামে উক্ত সম্মেলনে গঠিত নতুন এই সংগঠনের প্রথম আমীর হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল্লাহ এবং সেক্রেটারী জেনারেল হন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেখুপুরী।[১৬৬]

'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' গঠনের পর সংগঠনটি প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের কোপানলে পড়ে। আল্লামা যহীরের উপর মিথ্যা মামলার খড়গ ঝুলানো হয়। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। তিনি বলেন, 'মার্শাল ল' সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে যখন বার বার হেনস্তা করা হ'তে থাকে তখন আমার আহলেহাদীছ বন্ধুবর্গ জমঈয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য জোরাজুরি শুরু করেন। জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী আমার জন্য পদত্যাগ করেন এবং আমাকে সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত করা

১৬৪. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৪-৫৫।*
১৬৫. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 78.*
১৬৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৭-৫৮; বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৭৯-৮০।*

হয়'।[১৬৭] ১৯৮২ সালে বাধ্য হয়ে উক্ত পদ গ্রহণের পর তিনি ঘুমন্ত আহলেহাদীছ সমাজকে জাগানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয ইয়াহ্ইয়া বলেন, There is no doubt that he presented as much as he was able to at the time all of which had a good effect for Ahl ul-Hadeeth in Pakistan and their Salafi brothers in other parts of the world. 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে সময় তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী যতটুক করতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের আহলেহাদীছ এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে তাদের সালাফী ভাইদের জন্য তার একটা কার্যকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল'।[১৬৮]

পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে জমঈয়তের পরিচিতি বৃদ্ধিতে তিনি পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। জালসা, সম্মেলন, প্রেস কনফারেন্স প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। ড. অছিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস বলেন, He was an example of sincerity and dedication to dawah to Allah via the media, sermons in masajid, general gatherings. He also has huge efforts in guiding the youth to the salafi aqeedah and made many long travels in the path of dawah. 'মিডিয়া, মসজিদের খুৎবা, জালসা-সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকতা ও উৎসর্গের এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। যুবকদেরকে সালাফী আক্বীদার দিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর দারুণ প্রচেষ্টা ছিল এবং দাওয়াতের জন্য তিনি দীর্ঘ সফর করেছেন'।[১৬৯] যুবক-বৃদ্ধ সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দাওয়াতী ময়দানে নেমে পড়ে। খতমে নবুঅত কনফারেন্সে তিনি বলেছিলেন, 'সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! আহলেহাদীছের একজন সামান্য খাদেম হিসাবে আমার জন্য এটা বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, এমন এক সময় এ ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিল, যখন ঘরের লোকেরা নিদ্রামগ্ন ছিল।... অল্প কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর আমি অনুভব করছি যে, এখন ঘরের মালিক জেগে উঠেছে। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, ঘুমন্ত সিংহ যখন জেগে ওঠে তখন সে সিংহমূর্তিই ধারণ করে। আর আজ এই সিংহ শুধু জেগেই ওঠেনি; বরং স্বীয় আবাস থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে'।[১৭০]

রাজনৈতিক বিষয়ে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র (প্রতিষ্ঠা : ২৪শে জুলাই ১৯৪৮) নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লামা যহীর 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' গঠনের পর জমঈয়তকে দেশের রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আহলেহাদীছ যুবকদের জন্য 'আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স' গঠন করেন। তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিতে পরিণত করেন।[১৭১]

যুবকদেরকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবাদতুল্য। ১২ রবীউল আউয়াল ১৪০৭ হিজরীতে জিন্নাহ হল, লাহোরে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,

میری ایک ہی خواہش ہے میری ایک ہی آرزو ہے- میری تگ ودو کا ایک ہی مقصد ہے- میری جد وجہد کا ایک ہی مطلوب ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینے میں بھر لیں- خدا کی قسم ہے اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں تو پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی-

'আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, একটাই বাসনা, আমার দৌড়ঝাঁপ ও উদ্যম-প্রচেষ্টার একটাই উদ্দেশ্য। আর তা হ'ল- আহলেহাদীছ যুবকরা স্বীয় প্রতিপালক প্রদত্ত সাহস নিজেদের বুকে পুরে নিক। আল্লাহ্র কসম! যদি তারা আল্লাহ প্রদত্ত সাহসিকতার উত্তরাধিকারী হয়ে যায় তাহ'লে সমগ্র পাকিস্তানের এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের মোকাবিলায় দাঁড়ানোর দুঃসাহস রাখে'।[১৭২]

১৯৮৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী কাছূর-এ এক জালসায় তিনি বলেন,

لوگو! سن لو اهل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہیں- اہل حدیث اس کائنات کی وہ قوت اور طاقت ہیں کہ اگر اسے احساس ذوق ہو جائے تو دنیا کی کوئی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.

'লোকসকল, শুনো! আহলেহাদীছ কারো ভেড়া-বকরী নয়। আহলেহাদীছ এই জগতের ঐ শক্তির নাম, যদি তাদের আত্মোপলব্ধি হয় তাহ'লে দুনিয়ার কোন জামা'আত তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না'। তিনি আরো বলেন, 'আমার জাতির যুবকেরা জাগো! তোমাদের মাসলাক ও জামা'আতের তোমাদের আজ বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু কেন? হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার জন্য, দেশে কুরআন-সুন্নাহ্র ঝাণ্ডা উড্ডীন করার জন্য, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম উচ্চকিত করার জন্য, তাওহীদের প্রচার-প্রসার, শিরক ও ভ্রষ্টতা দূর এবং কুরআন-সুন্নাহ্র প্রসারের জন্য'। তিনি আরো বলেন,

১৬৭. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৮-৫৯।*
১৬৮. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 64.*
১৬৯. *Ibid, P. 61.*
১৭০. *মিয়াঁ জামীল আহমাদ, 'খতমে নবুঅত কা কনফারেন্স সে আখেরী খেতাব', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৬৬।*
১৭১. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*
১৭২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ৪।*

انشاء الله ايك دن آنے والا ہے جب پاكستان كى فضاؤں ميں پرچم لهرائے گا يا تو كتاب الله كا لهرائے گا يا سنت رسول الله كا لهرائے گا اور اس دن طلوع هونے سے دنيا كى كوئى طاقت نهيں روك سكتى.

'ইনশাআল্লাহ, একদিন এমন আসবে যখন পাকিস্তানের আকাশে কুরআন মাজীদ ও হাদীছের ঝাণ্ডা উড়বে এবং ঐ দিন আসতে দুনিয়ার কোন শক্তি বাধা দিতে পারবে না'।[১৭৩]

তিনি দেশময় বড় বড় সম্মেলনের আয়োজন করে জ্বালাময়ী বক্তব্য ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতিসঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন এবং আহলেহাদীছদের নতুন করে গাত্রোত্থানের জানান দিতে থাকেন। ১৯৮৬ সালের ১৮ এপ্রিল মুচী দরজা, লাহোরে তিনি এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, '১৯৮৬ সালে মুচী দরজায় হওয়া সব সম্মেলন থেকে এটি বড় ছিল। (জেনারেল যিয়া বিরোধী) এম.আর.ডি (Movement for the Restoration of Democracy) এবং জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন থেকেও বড় ছিল। জামায়াতে ইসলামী সর্বশক্তি দিয়ে উক্ত জায়গায় আমাদের চেয়ে বড় সম্মেলন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সম্মেলনের উপস্থিতি আমাদের সম্মেলনের তুলনায় দশমাংশের দশমাংশও ($^{১}/_{১০০}$) ছিল না। সে সময় এম.আর.ডির উত্থানের যুগ ছিল। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ, জমঈয়তে আহলেহাদীছ এম.আর.ডির চেয়েও বড় সম্মেলন করেছিল। আমাদের এক সপ্তাহ পূর্বে 'জমঈয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান'-এর সম্মেলনও উক্ত স্থানে হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকার ফাইলগুলো সাক্ষী রয়েছে যে, আমাদের সম্মেলন সবার চেয়ে বড় ছিল। এই প্রথমবারের মতো জনগণের বোধোদয় হয় যে, জমঈয়তে আহলেহাদীছের ব্যাপারে এ ধারণা ভুল যে, এটি একটি ছোট জামা'আত। এরপর আমরা ধারাবাহিকভাবে রাওয়ালপিণ্ডি, হায়দরাবাদ, ফয়ছালাবাদ, সাহিওয়াল, শিয়ালকোট (২ মে ১৯৮৬), মুলতান এবং গুজরানওয়ালায় (৯ মে ১৯৮৬) সম্মেলন করি। এসকল সম্মেলন দারুণভাবে সফল হয়েছিল'।[১৭৪]

জমঈয়তের অত্যাধুনিক অফিস তৈরির জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক অনুষ্ঠানে এজন্য প্রথম তিনি ৫০ হাযার রূপী দান করেন। তখন উপস্থিত জনগণ তাদের সাধ্যানুযায়ী দান করতে থাকেন। এভাবে এজন্য ৭ মিলিয়ন (৭০ লাখ) রূপী সংগ্রহ করা হয়।[১৭৫] এ অর্থ দিয়ে তিনি ৫৩ লরেন্স রোড, লাহোরে বিশাল জায়গা ক্রয় করেন। এখানে তিনি নবআঙ্গিকে একটি মসজিদ, হাসপাতাল, মাদরাসা, অডিটরিয়াম এবং জমঈয়তের অফিস স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এখানে তিনি তারাবীহ ছালাতের জামা'আত এবং দরসে কুরআনের প্রোগ্রামও শুরু করেছিলেন। বহু লোক তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৮৭ সালের ২৯ মার্চ তিনি এখানে জুম'আর খুৎবা দেয়ার মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই বোমা বিস্ফোরণে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়।[১৭৬] উল্লেখ্য, ৫০, লোয়ারমাল রোডে প্রশস্ত জমির উপর বর্তমানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা সজ্জিত বিরাট অফিস অবস্থিত।[১৭৭]

আহলেহাদীছরা তাক্বলীদের ঘোর বিরোধী; ইজতিহাদের প্রবক্তা। এজন্য যুগ-সমস্যার সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রদানের জন্য আল্লামা যহীর সঊদী আরবের 'হায়আতু কিবারিল ওলামা' ও মিসরের 'আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়াহ'-এর আদলে মুহাক্কিক্ব আহলেহাদীছ আলেমদের সমন্বয়ে একটি ফৎওয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেখানে আলেমরা প্রত্যেক মাসে উপস্থিত হয়ে নিত্য-নতুন মাসআলার ব্যাপারে তাদের গবেষণালব্ধ মতামত ব্যক্ত করবেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ নিজ বাড়ীতে তিনি ওলামায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আহ্বান করেন। এ মিটিংয়ে আল্লামা যহীর ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং আগামী মিটিংয়ে তাহক্বীক্বের জন্য 'মুরাবাহা' ক্রয় আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেন। উক্ত মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামকে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই তাহক্বীক্বী কাজের জন্য তিনি ২০ লাখ রূপীতে কম্পিউটার ক্রয় করেছেন। এই কম্পিউটার এবং ৫৩, লোয়ারমাল রোডে অবস্থিত জমঈয়তের অফিসে অবস্থান করে প্রায় ১ লাখ পুস্তক সংবলিত তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে তারা উপকৃত হ'তে পারেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, 'আপনাদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ও অন্যান্য সব খরচ আমি বহন করব'।[১৭৮]

মোদ্দাকথা, ইহসান ইলাহী যহীরের গতিশীল নেতৃত্বে পাকিস্তানে আহলেহাদীছদের মাঝে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। মানুষের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তাঁর ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, জ্বালাময়ী বক্তব্য, দাওয়াতী কর্মতৎপরতা ও বিশ্বব্যাপী পরিচিতির কারণে জমঈয়তের উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি যদি রাজনীতির গ্যাড়াকলে জড়িয়ে না পড়ে নিরঙ্কুশভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করতেন, তাহ'লে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন আরো বেশী মযবুত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হ'ত এবং আহলেহাদীছ জামা'আত তাঁর কাছ থেকে আরো বেশী খেদমত পেত।

[চলবে]

১৭৩. *ঐ, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৮১।*
১৭৪. *ঐ, পৃঃ ৫৯।*
১৭৫. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 34-35.*
১৭৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২০।*
১৭৭. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৮০।*
১৭৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২৫-২৬।*

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

[৩য় কিস্তি]

রাজনীতিতে যোগ দেয়ার কারণ :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) নিছক ক্ষমতালিপ্সার বশবর্তী হয়ে রাজনীতিতে জড়াননি; বরং পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের জন্য এটিকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের একটা ক্ষেত্র হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতিতে জড়িত থাকা অবস্থায় আক্বীদার ব্যাপারে কখনো আপোষকামিতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং আহলেহাদীছ চিন্তাধারার প্রচার-প্রসারে ও নিজেকে আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দিতে কখনো বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আহলেহাদীছদেরকে পরিচিত করেছিল- এতে কোন সন্দেহ নেই।[১৯১]

২. তিনি মনে করতেন যে, ইসলাম সকল যুগ-কাল ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে ধর্মকে বিদায় দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র বলে মনে করতেন।[১৯২]

৩. রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় থাকাকালে তিনি কখনো সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) থেকে বিরত থাকেননি; বরং যখনই রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখেছেন তখনই নির্ভীকভাবে দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। যেমন- ক. একবার এক স্থানে কয়েকজন মন্ত্রী একত্রিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা যহীর সেখানে শিরক ও ব্রেলভীদের সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। অথচ উপস্থিতির মধ্যে অধিকাংশই ব্রেলভী ছিলেন এবং অনেক মন্ত্রীও ব্রেলভীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি সেখানে বলেন, 'ব্রেলভীরা মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চায় এবং এতদুদ্দেশ্যে তাদের কবর যিয়ারত করে। এটা প্রকাশ্য শিরক'। তাঁর বক্তব্য শুনে অনেকে বলা শুরু করে, যদি এটাই ওহাবীদের আক্বীদা হয়, তাহলে আমরাও ওহাবী। কারণ আমাদের অনেকেই মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া এবং এজন্য তাদের কবর যিয়ারত করায় বিশ্বাস করে না। তাছাড়া ব্রেলভীদের বিরুদ্ধে 'আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ' নামে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছিলেন। যদি ক্ষমতার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে তিনি রাজনীতি করতেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বই লিখে তাদের ক্রোধের পাত্র হতেন না। কারণ সে সময় অনেক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ অনেক মানুষ ব্রেলভী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।[১৯৩]

খ. একদিন পাঞ্জাবের জনৈক গভর্ণর (সম্ভবত গোলাম মোস্তফা খার) আলেমদেরকে ডেকে তাদেরকে গালি-গালাজ করে শাসান এবং অসম্মান করেন। সেখানে আল্লামা যহীরও উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণর তাঁর বক্তব্য শেষ করলে নির্ভীক আল্লাম যহীর তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং আলেমদেরকে অসম্মান করার পরিণতি ভাল হবে না বলে উল্টো গভর্ণরকে হুঁশিয়ার করে দেন। তাঁর এই সাহসী ভূমিকার জন্য আলেমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১৯৪]

গ. পাঞ্জাবের আরেকজন গভর্ণর ছূফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ৫ম শতকের লাহোরের খ্যাতিমান ছূফী আলী হুজূরী লাহোরীর (মৃঃ ৪৬৫ হিঃ) কবরে গিয়ে বরকত হাছিল করতেন এবং গোলাপজল দিয়ে তার কবর ধুয়ে দিতেন। আল্লামা যহীর তাকে এ শিরকী ও শরী'আত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[১৯৫]

৪. যুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে তাঁর পসন্দমত যেকোন আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হওয়ার এবং জেনারেল যিয়াউল হক ধর্মমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৯৬] এসব প্রস্তাবকে পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের আন্দোলন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত রাখার একটা সস্তা মূল্য ও অপকৌশল মনে করে তিনি এ দু'টি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি তিনি ক্ষমতাগৃধ্নু হতেন তাহলে এসব লোভনীয় প্রস্তাব কখনই ফিরিয়ে দিতেন না।

৫. জেনারেল যিয়াউল হক তাঁকে ওলামা এডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্য করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নে আন্তরিক ভেবেই আল্লামা যহীর এই কাউন্সিলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় 'যখন আমার এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, জেনারেল মুহাম্মাদ যিয়াউল হক ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নে আন্তরিক নন, তখন আমি এডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম। (১০/১২ জন আলেমের মধ্যে) আমিই একমাত্র সদস্য ছিলাম, যে নিজেই এডভাইজারী কাউন্সিলকে ত্যাগ করেছিল। আমার সাথে অন্য যে ব্যক্তিরা সেই কাউন্সিলে ছিল তাদেরকে এডভাইজারী কাউন্সিলই পরিত্যাগ করেছিল। তারা শেষবধি ওটাকে আঁকড়ে ধরেছিল'।[১৯৭]

** এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৯১. *The life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 77.*

১৯২. *'আল-ইস্তিজাবা', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৩৫।*

১৯৩. *ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী, শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর মানহাজুহু ওয়া জুহূদুহু ফী তাক্বরীরিল আক্বীদা ওয়ার রাদ্দি আলাল ফিরাকিল মুখালিফাহ (রিয়াদ : দারুল মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খৃঃ), পৃঃ ২২৭-২৮।*

১৯৪. *ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩।*

১৯৫. *ঐ, পৃঃ ৫৩।*

১৯৬. *The life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.*

১৯৭. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৭।*

এডভাইজারী কাউন্সিল ত্যাগের পর তিনি যিয়াউল হকের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি তাঁকে বলতেন, 'যদি আপনি কথায় নয় বাস্তবে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়ন করেন, তাহলে আমি কস্মিনকালেও আপনার বিরোধিতা করব না'।[১৯৮]

মোটকথা, পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি রাজনীতিতে পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বরং এতে আহলেহাদীছ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ধর্মতাত্ত্বিক হিসাবে যহীর :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের বাল্যকাল কাটে জন্মস্থান শিয়ালকোটে। যেখানে কাদিয়ানী, বাহাইয়া, ব্রেলভী, শী'আ, দেওবন্দী, হানাফী, আহলেহাদীছ প্রভৃতি দলের লোকজন বসবাস করত। প্রত্যেক দলের লোকজন পরস্পর বাহাছ-মুনাযারায় প্রায়শই লিপ্ত হত। আল্লামা যহীরের ভাষায়, 'এই পরিবেশে জ্ঞানের চোখ উন্মীলন করে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য শহর-নগর, দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করা ইহসান ইলাহী যহীরের চেয়ে ধর্মতত্ত্ব আর কে ভাল বুঝতে পারে'?[১৯৯]

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে এসব ফিরকা সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে বাহাইয়া, কাদিয়ানী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন তাদের বক্তব্য শোনার জন্য ও তাদের সাথে বাহাছ করার জন্য। শিয়ালকোটে একবার তাঁকে কাদিয়ানী মুবাল্লিগের সাথে মুনাযারার জন্য আহ্বান জানানো হলে তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন। তবে শর্ত হ'ল- গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বই তাঁকে পড়ার জন্য ধার দিতে হবে। কাদিয়ানীরা এ শর্তে রাজি হয়ে তাকে 'আনজামে আছেম', 'ইযালাতুল আওহাম', 'দুর্রে ছামীন', 'হাকীকাতে অহী', 'সাফীনায়ে নূহ'-এই পাঁচটি বই পড়তে দেয়। প্রথম ও তৃতীয় বইটি তিনি এক রাতে পড়ে শেষ করেন। অন্য বইগুলোও দুই/তিন দিনে পড়ে শেষ করেন। নির্ধারিত দিনে কয়েকজন বন্ধুসহ কাদিয়ানী মসজিদে যান। সেখানে বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয় 'গোলাম আহমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ'। কারণ সে তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে মিথ্যা নবুঅতের মানদণ্ড হিসাবে পেশ করেছিল। তিনি বিতর্কে বলেন যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, আব্দুল্লাহ আছেম ১৫ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে।[২০০] কিন্তু সে এ সময়ের মধ্যে মরেনি। কাজেই তোমাদের কথিত ভণ্ড নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক না হওয়ায় সে যে মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার তা সপ্রমাণিত হল। কারণ নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিক হয়। যহীরের এ যুক্তিতে কাদিয়ানী মুবাল্লিগের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। সে প্রত্যুত্তর দেয়ার চেষ্টা করে যহীরের অকাট্য দলীলের কাছে ব্যর্থ হয়ে নতিস্বীকার করে বলে, আমি তার্কিক নই। 'রাবওয়া' থেকে কাদিয়ানী বিতার্কিক আসলে আমি তোমাদেরকে তার সাথে বাহাছের জন্য ডাকব। এভাবে সেখান থেকে যহীর ও তার বন্ধুরা বিজয়ীবেশে ফিরে আসেন এবং কাদিয়ানীদের আরো কিছু বই পড়ার জন্য ধার নিয়ে আসেন। আল্লামা যহীর বলেন,.وهكذا بدأت أدرس هذا المذهب بدون أية واسطة

'এভাবে কোন মাধ্যম ছাড়াই আমি এই ফিরকা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে শুরু করি'।[২০১]

এ ঘটনার পর আল্লামা যহীর ও তাঁর বন্ধুরা বাহাইয়াদের মাহফিল, খৃষ্টানদের ইনস্টিটিউটসমূহ এবং কাদিয়ানীদের কেন্দ্রসমূহে যাতায়াতের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এমনকি তিনি কাদিয়ানীদের কেন্দ্র 'রাবওয়া'তে গিয়েও তাদের সাথে বিতর্ক করে বিজয়ী হন।[২০২] পরবর্তীতে তিনি প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শিয়ালকোটে যেতেন এবং কাদিয়ানী সেন্টারে গিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করতেন ও তাদের বইপত্র সংগ্রহ করে আনতেন।[২০৩]

মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনা করার সময় একদিন তিনি বাহাইয়াদের একটি সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বক্তারা আক্বীদা সম্পর্কিত একটি বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি সেই সভায় গিয়ে তাদের বক্তব্য শুনেন। ইতিপূর্বে তাদের সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তিনি ৮ দিন ঐ সভায় গিয়ে তাদের বক্তব্য শুনে তাদের আক্বীদা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত হন এবং জনগণকে এ বিষয়ে সজাগ করেন। ফলে সেই সভা বন্ধ করে দেয়া হয়।[২০৪]

দেশে লেখাপড়া শেষ করার পর আল্লামা যহীর উচ্চশিক্ষার জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষকদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করে তিনি এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। সেখানে অধ্যয়নকালে القاديانية عملية للاستعمار শিরোনামে আরবীতে প্রথম তাঁর একটি প্রবন্ধ দামেশকের 'হাযারাতুল ইসলাম' পত্রিকার ১৩৮৬ হিজরীর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্বানমহলে সাড়া পড়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে এ

---

১৯৮. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।*

১৯৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৮।*

২০০. *১৮৯৩ সালে আব্দুল্লাহ আছেম নামে এক খৃষ্টান অমৃতসরে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ বিতর্কে তারা কেউই বিজয়ী হতে পারেনি এবং কোন ফলাফলে পৌঁছতে পারেনি। ফলে নিজের লজ্জা ঢাকবার প্রয়াসে গোলাম আহমাদ ১৮৯৩ সালের ৫ জুন ঘোষণা করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়েছে যে, পনের মাস তথা ১৮৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আব্দুল্লাহ আছেম মারা যাবে। কিন্তু ঐদিন সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করার ফলে ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। আব্দুল্লাহ আছেম এরপরেও অনেক দিন বেঁচেছিলেন। যহীর তাঁর বিতর্কে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দ্র. আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ১৬৩-১৬৭।*

২০১. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৭-৮।*

২০২. *ঐ, পৃঃ ৮-৯।*

২০৩. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৭।*

২০৪. *'আল-আরাবিয়্যাহ', সঊদী আরব, সংখ্যা ৮৭, রবীউছ ছানী, ১৪০৫ হিঃ, পৃঃ ৯১।*

জাতীয় প্রবন্ধ লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। ফলে তিনি আরবীতে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা অব্যাহত রাখেন।[২০৫]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে তিনি দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি বক্তৃতা জগতে সুদৃঢ়ভাবে পদচারণা অব্যাহত রাখেন এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস জনসম্মুখে তুলে ধরা তাঁর বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য বক্তব্যের প্রয়োজনে তাঁকে এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করতে হয় বলে মাহবূব জাবেদকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন।[২০৬]

ধর্মতত্ত্বের উপর বক্তৃতা দেয়া ও লেখালেখির জন্য প্রচুর পড়াশুনার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা বিশ্লেষণ এবং দলীল ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য। আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের মধ্যে এই গুণ পুরা মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি ছাত্র জীবনেই কাদিয়ানীদের সম্পর্কে বইপত্র পড়া শুরু করেন। যেমন 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, فدرست هذه الحركة أثناء دراستي في المدارس الشرعية، بواسطة كتب شيخ الإسلام العلامة ثناء الله الأمرتسري، وإمام عصره الشيخ محمد إبـــراهيم السيالكوتي، وشيخنا الجليل العلامة المحدث الحافظ محمد جونـــدلوي، وغيرهـــم مـــن العلمـــاء. 'ইসলামিয়া মাদরাসাগুলোতে পড়াশুনা করার সময় শায়খুল ইসলাম আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, স্বীয় যুগের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী, আমাদের সম্মানিত শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিছ হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী ও অন্যান্য আলেমদের বইপত্রের বদৌলতে আমি এই আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যয়ন করি'।[২০৭] তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে পরিশ্রমকে মোটেই ভয় পেতেন না। 'আল-ব্রেলভিয়া' শীর্ষক গ্রন্থটি লেখার জন্য তিনি তিন শতাধিক বই অধ্যয়ন করেন।[২০৮]

তাঁর একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল। নানাবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝে তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই এই লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞানসমুদ্রের মণি-মাণিক্য আহরণে মশগুল হয়ে যেতেন। মাহবূব জাবেদকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যখনই অবসর সময় পাই তখনই সেই সময়টুকু আমার বাড়ির লাইব্রেরীতে কাটাই। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ফিরকার উপর পৃথিবীর যেকোন বড় লাইব্রেরীর চেয়ে বেশী বই আছে। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে হাযার হাযার বই মজুদ রয়েছে। এগুলো সবই আমি অধ্যয়ন করেছি। আপনি এটা জেনে আশ্চর্য হবেন যে, আমি ৩/৪ ঘণ্টা ঘুমাই। সারাজীবন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টার বেশী আমি কখনো ঘুমাইনি। যখন পৃথিবী ঘুমের সাগরে ডুবে থাকে, তখন আমি আমার লাইব্রেরীতে অবস্থান করি। আমি আমার বিবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝেও কাগজ-কলমের সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে আসছি'।[২০৯]

কাদিয়ানী, শী'আ, বাহাইয়া, বাবিয়া, ব্রেলভী, ইসমাঈলিয়া, ছূফী প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর ধ্যান-ধারণা জনসম্মুখে তুলে ধরে ইসলামের নির্মল রূপ প্রকাশ করাই তাঁর ধর্মতত্ত্ব গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কাউকে সন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ অথবা স্রেফ গবেষণার জন্য তাঁর লেখালেখি পরিচালিত হয়নি। তিনি বলেছেন, 'আমি কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন ফিরকার উপর প্রামাণ্য বইপত্র লেখার চেষ্টা করেছি। ধর্মতত্ত্বের উপর বই লিখে আমি ইসলামের খিদমত করেছি; বিভেদ সৃষ্টি করিনি। ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর আক্বীদা বর্ণনা করেছি মাত্র। মানুষকে রাসূল (ছাঃ) আনীত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার এবং ইসলামকে স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে দেখার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছি'।[২১০] তিনি 'আল-ইসমাঈলিয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হককে বাতিল থেকে, সঠিককে বেঠিক থেকে, হেদায়াতকে পথভ্রষ্টতা থেকে, ইসলামকে কুফরী থেকে পৃথক করা এবং মানুষকে বক্র পথ, শয়তানী আদর্শ ও মানুষের মতামত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া শ্বেত-শুভ্র-নিষ্কলঙ্ক পথের দিশা প্রদান করে ইসলামের পবিত্রতার প্রতিরক্ষা-ই বাতিল ফিরকাসমূহ সম্পর্কে কলমী জিহাদ চালানোর পিছনে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেন,

فهذا هو الهدف، وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق الضالة، المنحرفة، والطوائف الباغية الخارجة علـــى الإسلام ممن كتبنا عنهم حتى اليوم.

'পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া বিদ্রোহী দলগুলোর যাদের সম্পর্কে অদ্যাবধি আমরা লিখেছি, তার উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা এটিই'।[২১১]

এক্ষণে প্রশ্ন হল, তিনি তাঁর মাতৃভাষা উর্দূ বাদ দিয়ে আরবীতে কেন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত বই লিখলেন তাঁর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাহবূব জাবেদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি ধর্মতত্ত্বের উপর বেশী বই লিখেছি। এই বইগুলো গোটা মুসলিম বিশ্বে পড়ানো

২০৫. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৯-১০।*
২০৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৬-৪৭।*
২০৭. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৭।*
২০৮. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১১।*
২০৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫০।*
২১০. *ঐ, পৃঃ ৪৮।*
২১১. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ইসমাঈলিয়্যাহ তারীখ ওয়া আকাইদ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ২৮-২৯।*

হোক সে উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য আমি আমার এই বইগুলো আরবীতে লিখেছি'।[২১২] আরবীতে বই লেখার আর একটা কারণ হল- এসব বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাসধারী বিভিন্ন ফিরকা মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন নামে বিদ্যমান আছে। 'আল-ব্রেলভিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

إنها جديدة من حيث النشأة والإسم، ومن فرق شبه القارة من حيث التكوين والهيئة، ولكنها قديمة من حيث الأفكار والعقائد، ومن الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلامي بأسماء مختلفة وصور متنوعة من الخرافيين وأهل البدع، لذلك أردت أن أكتب عنهم في اللغة العربية كما كتبت عن الفئات الضالة المنحرفة الأخرى.

'নাম ও উদ্ভব এবং গঠন ও আকৃতির দিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের ফিরকাগুলোর মধ্যে এটা নতুন। কিন্তু চিন্তাধারা ও আক্বীদা এবং মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন নাম ও আকৃতিতে বিস্তৃত বহু বিদ'আতী ও কুসংস্কারপন্থী ফিরকার দিক থেকে এটা পুরাতন। এজন্য আমি এদের সম্পর্কে আরবীতে লিখতে মনস্থ করেছি, যেমনভাবে অন্যান্য পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সম্পর্কে লিখেছি'।[২১৩]

ধর্মতত্ত্ব গবেষণায় তাঁর মানহাজ বা পদ্ধতি ছিল ভিন্ন স্টাইলের। তিনি যেই ফিরকার উপর বই লিখতেন সেই ফিরকার লিখিত বই-পত্র থেকেই তাদের ইতিহাস ও আক্বীদা-বিশ্বাস বর্ণনা করতেন। 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

وقد التزمنا في هذا الكتاب أن لا نذكر شيئا من الشيعة إلا من كتبهم، وبعباراتهم أنفسهم، مع ذكر الكتاب، والمجلد، والصفحة، والطبعة، بحول الله وقوته.

'আমরা এই গ্রন্থে এ নীতি অবলম্বন করেছি যে, শী'আদের থেকে আমরা যা-ই উল্লেখ করব আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে তা তাদের বই-পুস্তক থেকেই নাম, খণ্ড, পৃষ্ঠা ও ছাপা সহ তাদের উদ্ধৃতি দিয়েই উল্লেখ করব'।[২১৪] এ পদ্ধতি কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম হলেও এটাই ধর্মতত্ত্ব গবেষণার 'সঠিক পদ্ধতি' (الطريقة الصحيحة المستقيمة) বলে তিনি মনে করেন।[২১৫] এজন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারেও দৃঢ় বিশ্বাসী।[২১৬]

২. আল্লামা যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাস বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদারিতার পরিচয় দিয়েছেন। যে শব্দে ও বাক্যে তাদের বইগুলোতে সেগুলো উদ্ধৃত হয়েছে তিনি কোন প্রকার কমবেশী করা ছাড়াই তা হুবহু উল্লেখ করেছেন। 'আল-ইসমাঈলিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

إن مدار الاستشهاد والاستدلال ليست إلا على كتب القوم أنفسهم بالأمانة العلمية ونقل العبارات الكاملة بدون تحريف وتبديل وتغيير التي بها امتازت كتبنا ومؤلفاتنا بفضل من الله وتوفيقه.

'ইলমী আমানত এবং কোন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই পূর্ণ বর্ণনা উদ্ধৃত করার মাধ্যমে গোষ্ঠীটির নিজেদের গ্রন্থাবলীই যুক্তি-প্রমাণের কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ্র অনুকম্পায় আমাদের সকল গ্রন্থই এ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'।[২১৭] যেমন 'আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন' গ্রন্থে কুরআনের বিকৃতি সাধন সম্পর্কে শী'আ মুহাদ্দিছ নেয়ামাতুল্লাহ জাযায়েরীর (জন্ম : ১০৫০ হিঃ) লিখিত 'আল-আনওয়ারুন নু'মানিয়া' (২/৩৫৭) গ্রন্থ থেকে হুবহু উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।[২১৮]

৩. তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর মত খণ্ডনের ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের উপর নির্ভর করেছেন। ভ্রান্ত ফিরকা ইসমাঈলিয়ারা মনে করে যে, 'আল্লাহ্র কোন নাম ও গুণাবলী নেই'। আল্লামা যহীর তাদের এই ভ্রান্ত মত খণ্ডন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এটি কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মানহাজের খেলাফ। কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এর প্রমাণে তিনি কুরআন মাজীদের ৩৫টি আয়াত উদ্ধৃত করেন।[২১৯] ব্রেলভীদের আক্বীদা- 'নবী, রাসূল ও অলী-আওলিয়া অদৃশ্যের খবর জানেন'-এর খণ্ডনে নামল ৬৫, ফাতির ৩৮, হুজুরাত ১৮, হূদ ১২৩, ইউনুস ২০, আন'আম ৫৯, লুকমান ৩৪ মোট ৭টি আয়াত পেশ করেছেন।[২২০] অনুরূপভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে ব্রেলভীদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে একে 'বিদ'আত' বলে আখ্যা দেন এবং এর প্রমাণে مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'[২২১] হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।[২২২] তাছাড়া ছূফীদের বৈবাহিক জীবনে অনীহার খণ্ডনে কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল উল্লেখের পর ইমাম আহমাদ বিন

২১২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫।*
২১৩. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ৭।*
২১৪. *ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ২৪তম সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১৫।*
২১৫. *ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ৫০।*
২১৬. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১১।*
২১৭. *আল-ইসমাঈলিয়্যাহ, পৃঃ ২৭।*
২১৮. *ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৩ খৃঃ), পৃঃ ৬৭-৬৮।*
২১৯. *দ্রঃ আল-ইসমাঈলিয়্যাহ, পৃঃ ২৭৩।*
২২০. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ৮৫-৮৬।*
২২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*
২২২. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১২৬-২৭।*

হাম্বল (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। মহামতি ইমাম বলেন, ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. 'চিরকুমার থাকা ইসলামী শরী'আতের কোন বিধানই নয়'।[২২৩]

৪. শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর মতামত খণ্ডন করেছেন। শী'আ ইমাম মুহাম্মাদ বিন বাকির আল-মাজলেসী (১০৩৭-১১১১ হিঃ) তাঁর 'হায়াতুল কুলূব' গ্রন্থে (২/৬৪০) উল্লেখ করেছেন যে, 'রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবূ যর গিফারী, মিকদাদ বিন আসওয়াদ ও সালমান ফারেসী- এই তিনজন ব্যতীত সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। আল্লামা যহীর শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করে তার এ ভ্রান্ত মত খণ্ডন করে বলেন,

ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء وأين ذهب أهل بيت النبي بما فيهم عباس عم النبي، وابن عباس ابن عمه، وعقيل أخ لعلي، وحتى على نفسه، والحسنان سبطا رسول الله؟

'এই হতভাগ্যদেরকে কোন প্রশ্নকারীর জিজ্ঞেস করা উচিত, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর আহলে বায়েত বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাঁর চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আলী (রাঃ)-এর ভাই আকীল এমনকি খোদ আলী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নাতিদ্বয় হাসান ও হুসাইন তখন কোথায় গিয়েছিলেন'?[২২৪]

অনুরূপভাবে ব্রেলভীদের আক্বীদা- 'রাসূল (ছাঃ) সর্বত্র হাযির ও সবকিছু দেখেন'-এর খণ্ডনে সূরা ফাতহ-এর ১৮নং আয়াত উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তো মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার নিকট বায়'আত করল'। এরপর তিনি এথেকে যুক্তিসিদ্ধ দলীল সাব্যস্ত করে বলেন,

فكان هذا في الحديبية في العام السادس بعد الهجرة حيث لم يكن في المدينة كما لم يكن في مكة و لم يكن في الحديبية موجودا قبله و لم يبقى فيها بعد رجوعه إلى المدينة.

'হিজরতের পরে ষষ্ঠ বর্ষে হুদায়বিয়াতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তখন তিনি যেমন মদীনায় ছিলেন না, তেমনি মক্কাতেও ছিলেন না। আর ইতিপূর্বে তিনি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন না এবং সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর সেখানেও অবস্থান করেননি'।[২২৫]

৫. একটি মাসআলায় বাতিল ফিরকাগুলোর বই থেকে একাধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যাতে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে। তাঁর সকল গ্রন্থেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন- শী'আদের ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিশ্বাস সম্পর্কে ৬৯টি, ইসমাঈলিয়াদের আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস সম্পর্কে ৭৬টি, ছূফীদের সন্ন্যাসব্রত সম্পর্কে ১৪৬টি, ব্রেলভীদের গায়েব সম্পর্কিত আক্বীদার ব্যাপারে ত্রিশোর্ধ এবং কাদিয়ানীদের ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদকে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে বিশোর্ধ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[২২৬]

৬. কখনো কখনো বাতিল ফিরকাগুলোর মতামত ও আক্বীদা উল্লেখের ক্ষেত্রে দীর্ঘ উদ্ধৃতি (এক থেকে তিন বা তারও বেশী পৃষ্ঠা) পেশ করেছেন।[২২৭]

৭. আল্লামা যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সেজন্য যেকোন ফিরকার উপর বই লেখার পূর্বে তাদের সম্পর্কে সাধ্যানুযায়ী যতগুলো সম্ভব বইপত্র সংগ্রহ করতেন এবং এজন্য বিভিন্ন দেশ সফর করতেন এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেন। যাতে তাদের বই থেকেই তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সত্যকে মানুষের সামনে উদ্ভাসিত করা যায় এবং বাতিলপন্থীরা তার দলীল ও যুক্তির সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়।

একবার তিনি ধর্মতত্ত্বের উপর বই সংগ্রহের জন্য রিয়াদ অতঃপর কায়রোর বইমেলায় যান। কায়রোতে গিয়ে তিনি শুনেন যে, ইসমাঈলী আলেম আল-মাগরেবী লিখিত 'আল-মাজালিস ওয়াল মুসায়ারাত' নামক তিউনেসীয় ছাপা বইটি বইমেলায় বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু মেলায় গিয়ে দেখেন, বইটির সব কপি ফুরিয়ে গেছে। ফলে সেটি সংগ্রহের জন্য তিনি তিউনিসিয়ায় গিয়ে বইটির প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করেন।[২২৮]

তিনি 'আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু' গ্রন্থে ২৫৯টি, 'আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত' গ্রন্থে ২৩০টি, 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ' গ্রন্থে ৮৮টি, 'আর-রাদ্দুল কাফী' গ্রন্থে ২৫৯টি, 'আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন' গ্রন্থে ৮৪টি, 'আল-ইসমাঈলিয়্যাহ' গ্রন্থে ১৬৯টি, 'আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির' গ্রন্থে ৩৫৬টি, 'দিরাসাত ফিত তাছাওউফ' গ্রন্থে ৩৫৪টি, 'আল-বাবিয়া' গ্রন্থে ১৭৪টি, 'আল-বাহাইয়া' গ্রন্থে ২১৭টি, 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' গ্রন্থে ১৫০টি ও 'আল-ব্রেলভিয়া' গ্রন্থে ১৮৫টি গ্রন্থ তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[২২৯] মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর মানহাজুহু ওয়া জুহূদুহু ফী তাক্বরীরিল আক্বীদা ওয়ার রাদ্দি আলাল ফিরাকিল মুখালিফাহ' শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনকারী ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী বলেন, وعند جمعي لمراجع الشيخ ومصادره في جميع كتبه وجدتها بلغت ألفين وخمسمائة وخمسة وعشرين مرجعا ومصدرا. 'শায়খের সকল বইয়ের তথ্যসূত্র একত্রিত করে আমি সর্বমোট সংখ্যা পেয়েছি ২ হাযার ৫২৫টি'।[২৩০]

২২৩. *আত-তাছাওউফ, পৃঃ ৬২।*
২২৪. *ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ৪৬।*
২২৫. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১১০।*
২২৬. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩-৩০৪।*
২২৭. *দ্র. আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ১৭৭-১৮২; আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন, পৃঃ ৫৭-৫৮।*
২২৮. *'আল-জুনদী আল-মুসলিম', সংখ্যা ৪৮, ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ১৮; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।*
২২৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০-৩০২।*
২৩০. *ঐ, পৃঃ ৩০২।*

৮. তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাসকে অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন শী'আদের 'বেলায়াত' সম্পর্কিত আক্বীদাকে ইহুদীদের সাথে, ছূফীদের বিভিন্ন আক্বীদাকে শী'আ, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের সাথে, ইসামাঈলিয়াদের আল্লাহ্র পিতৃত্ব সম্পর্কিত আক্বীদাকে খৃষ্টানদের সাথে এবং শী'আ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার মধ্যে (বিশেষ করে ছাহাবীদের ব্যাপারে) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[২৩১]

৯. ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মত খণ্ডনের সময় তাদের যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধ, মধ্যপন্থী ও সাধারণের কাছে বিশ্বস্ত বলে পরিচিত তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য তিনি 'আত-তাছাওউফ' গন্থে চরমপন্থী ছূফী মনসূর হাল্লাজ (মৃঃ ৩০৯) ও তার অনুসারীদের কোন বর্ণনাই উদ্ধৃত করেননি।[২৩২]

১০. গালি-গালাজ না করে বাতিল ফিরকাগুলোর মুখোশ উন্মোচনের সময় বাহাছ-মুনাযারার শিষ্টাচার বজায় রেখেছেন এবং তাদেরকে বাতিল মত ও পথ ছেড়ে হকের পথে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন- 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, وراعيت في الكتاب كله أن لا أخرج عن أسلوب البحث وآداب المناظرة. 'গোটা বইয়ে আমি বাহাছ-মুনাযারার স্টাইল ও শিষ্টাচার থেকে বহির্গত না হওয়ার প্রতি খেয়াল রেখেছি'।[২৩৩] উক্ত গ্রন্থে 'গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ' শীর্ষক আলোচনায় তার প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী যে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল তা বর্ণনা করার পর উপসংহারে এসে আল্লামা যহীর বলেন, فهـا هـي الحقائق. والله نسأل أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وهو نعم المولى ونعم النصير... 'এগুলোই হল বাস্তবতা। আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তাদেরকে হককে হক হিসাবে দেখিয়ে তার অনুসরণের এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে দেখিয়ে তাথেকে বিরত থাকার তৌফিক দেন। তিনিই উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী'।[২৩৪]

১১. প্রতিপক্ষের পরস্পর বিপরীতমুখী বর্ণনা উল্লেখ করে তাদেরকে কুপোকাত করেছেন। যেমন শী'আ আলেম তূসী লিখিত 'কিতাবুল গায়বাহ'তে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রতীক্ষিত মাহদী মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-আসকারী শেষ যামানায় মক্কায় আবির্ভূত হবে এবং কা'বাঘরের নিকট জিবরীল (আঃ) তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি শী'আ বিদ্বান আরবিলীর 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থ থেকে বর্ণনা পেশ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তিম সময়ে জিবরীল এসে তাঁকে বললেন, আজকেই আমার দুনিয়ায় অবতরণের শেষ দিন।[২৩৫] এ দু'টি বর্ণনা পরস্পর বিপরীতধর্মী। একটিতে তাদের কথিত মাহদীর নিকট জিবরীলের আগমনের কথা বলা হচ্ছে, আর অন্যটিতে তা নাকচ করা হচ্ছে। এভাবে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার গ্যাঁড়াকলে তারা নিজেরাই আটকে পড়েছে।

১২. আল্লামা যহীর পূর্ববর্তী আলেম ও গবেষক এবং কখনও কখনও প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন ছূফীদের জ্ঞানার্জন থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ)-এর মত উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل. فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. 'ছূফীদের মধ্যে ইবলীসের সংশয় সৃষ্টির মূল বিষয় হল- তাদেরকে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত রাখা এবং আমল করাই মুখ্য উদ্দেশ্য একথা বুঝানো। যখন সে তাদের নিকট জ্ঞানের আলো নিভিয়ে দিল, তখন তারা অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে লাগল'।[২৩৬] প্রাচ্যবিদদের মধ্যে গোল্ডযিহের, নিকলসন, ব্রকলম্যান, ডোজি, মিলার, ভন হ্যামার প্রমুখের বক্তব্য 'বাহ্যিক সাক্ষ্য' (شهادات خارجية) হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[২৩৭]

১৩. তিনি সূক্ষ্ম ও যথার্থভাবে বাতিল ফিরকাগুলোর মতামত পর্যালোচনার পর তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য মত উল্লেখ করেছেন। যেমন- শী'আদের 'আহলুল বায়েত' সম্পর্কিত আক্বীদার ভ্রান্তি নিরসনে তিনি 'আহল' ও 'বায়েত' শব্দ দু'টির অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিদ, মুফাসসির ও গবেষকদের মতামত উল্লেখ ও পর্যালোচনার পর বলেছেন, فالحاصل أن المراد من أهل بيت النبي أصلا وحقيقة أزواجه عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الأهل أولاده وأعمامه وأبنائهم أيضا تجاوزا. 'মোদ্দাকথা, নবী পরিবার দ্বারা মূলত ও প্রকৃতঅর্থে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। তাঁর সন্তান-সন্ততি, চাচারা ও তাদের সন্তানগণও বৃহত্তর অর্থে নবী পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২৩৮] উল্লেখ্য যে, শী'আরা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এবং তাদের বংশধরদেরকেই শুধুমাত্র আহলে বায়েত বা নবী পরিবার বলে গণ্য করে।[২৩৯]

[চলবে]

২৩১. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫-৭৫।*
২৩২. *আত-তাছাওউফ, পৃঃ ৯, ১১।*
২৩৩. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ১২।*
২৩৪. *ঐ, পৃঃ ১৯৮।*
২৩৫. *বিস্তারিত দ্রঃ ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু ফিরাক ওয়া তারীখ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১০ম সংস্করণ, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩৬১-৩৭৪।*
২৩৬. *ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাওউফ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ), পৃঃ ১৩১; ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস (বৈরূত : মুআসসাসাতুত তারীখ আল-আরাবী, তাবি), পৃঃ ১৭৪।*
২৩৭. *আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু, পৃঃ ১১৬; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৮-১৯।*
২৩৮. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ১৯।*
২৩৯. *ঐ, পৃঃ ২০।*

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

[৪র্থ কিস্তি]

রক্তস্নাত লাহোর ট্র্যাজেডি :

১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ সোমবার লাহোরের কেল্লা লছমনসিংহ ফোয়ারা চক রাভী পার্কে 'আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স' লছমনসিংহ এলাকার উদ্যোগে একটি বিরাট ইসলামী জালসায় আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর তদানীন্তন পাকিস্তানের দুর্দশা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমদিকে বলেন, 'আপনারা জানেন, আমাদের দেশ কঠিন দুঃসময় অতিক্রম করছে। একথা শুধু পাকিস্তানের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং গোটা মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে যে দুঃসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয়েছে, তা কখনো মুসলিম বিশ্বে আপতিত হয়নি। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। চৌদ্দশ বছরের মুসলিম ইতিহাসে বর্তমানের ন্যায় এতো জনসংখ্যা কখনো ছিল না। বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যা ১২০ কোটির বেশি। এখন পৃথিবীতে ৪৫টির বেশি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে মুসলমানদের কাছে এত সম্পদ রয়েছে যার কল্পনাই করা যায় না। ... ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্র সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে' *(বাক্বারাহ ৬১)*। আজ মুসলমানরা যতটা লাঞ্ছিত-অপমানিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দুর্বল, অসহায়, পরাভূত-নির্যাতিত, ততটা বিশ্বের ইতিহাসে কখনো ছিল না। আমরা কখনো কি একথা চিন্তা করেছি যে, আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ সবচেয়ে বেশি এবং রাষ্ট্র অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন সীমাহীন লাঞ্ছনার শিকার। আসলে এর কারণ কি? কেন এমনটা হল'? এরপর তিনি তাঁর বক্তৃতায় জেনারেল যিয়াউল হকের কঠোর সমালোচনা করেন। কারণ তিনি ভারত সফরে গিয়ে সোনিয়া গান্ধীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে করমর্দন করেছিলেন। এভাবে বক্তব্যের এক পর্যায়ে আল্লামা ইকবালের কবিতা

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا
مؤمن ہے تو بے تیغ بھی .....

এ পর্যন্ত বলা মাত্রই রাত ১১-টা ২০ মিনিটের দিকে একটি শক্তিশালী টাইটবোমা বিস্ফোরিত হয়। তখন তিনি মাত্র ২০/২২ মিনিট বক্তৃতা করেছেন।[৫৬]

বোমাটি স্টেজের নিচে পেতে রাখা ছিল। এর পূর্বে একটি ফুলদানি মঞ্চে রাখার জন্য জালসার পিছন থেকে পাঠানো হয়েছিল, যেটিতে শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য ছিল। বোমা বিস্ফোরণের পর সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। লোকজনের আর্তচিৎকারে সেখানকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল। সবাই প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছিল। ৯ জন ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন ১১৪ জন। আহত ও নিহতদের পরিস্রুত রক্তে জালসা মাঠ রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আশপাশের কয়েকটি বাড়ি ও বিল্ডিংও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা হাবীবুর রহমান ইয়াযদানী (১৯৪৭-১৯৮৭), মাওলানা আব্দুল খালেক কুদ্দূসী (১৯৩৯-১৯৮৭), 'আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স' প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ খান নাজীব, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীক খান, জালসার সভাপতি ইহসানুল হক, নাঈম বাদশাহ, রানা যুবায়ের, ফারূক রানা, মুহাম্মাদ আসলাম, মুহাম্মাদ আলম, আব্দুস সালাম, সেলিম ফারূকী প্রমুখ। বোমা বিস্ফোরণের পর আল্লামা যহীর ২০/৩০ মিটার দূরে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু তখনও তিনি জ্ঞান হারাননি। তাঁকে মারাত্মক আহত অবস্থায় লাহোরের কেন্দ্রীয় মিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে পাঁচদিন ইন্টেনসিভ কেয়ারে (নিবিড় পর্যবেক্ষণে) চিকিৎসাধীন থাকেন।[৫৭]

উন্নত চিকিৎসার জন্য সঊদী আরব যাত্রা :

তাঁর আহত হওয়ার খবর জানতে পেরে শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বাদশাহ ফাহ্দকে সঊদীতে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। ২৯ মার্চ ভোর পৌনে পাঁচটার সময় সঊদী এয়ারলাইন্স যোগে তাঁকে সঊদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তান ত্যাগের পূর্বে বিমানবন্দরে আল্লামা যহীর বলেছিলেন, 'সঊদীতে চিকিৎসা নেয়ার পর আরো জোরেশোরে ইসলামের খেদমত করব'। সঊদীতে পৌঁছার পর তাঁকে রিয়াদের বাদশাহ ফয়সাল সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তাররা তাঁকে তাঁর পা কেটে ফেলার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি।

শাহাদত লাভ :

পরদিন ৩০ মার্চ '৮৭ সোমবার ভোর রাত ৪-টার সময় মাত্র ৪২ বছর বয়সে আল্লামা যহীর সেখানে ইন্তেকাল করেন।

** এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৫৬. *'শহীদে মিল্লাত কা আখেরী পয়গাম', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৭০-৮১; বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৩-১৪।*

৫৭. *মুহাম্মাদ ছায়েম, শুহাদাউদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফিল কারনিল ইশরীন (কায়রো : দারুল ফাযীলাহ, ১৯৯২), পৃঃ ১৬৬-৬৭; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর : আল-জিহাদু ওয়াল ইলমু মিনাল হায়াতি ইলাল মামাত (কুয়েত : ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ১৮-২০; ড. যাহরানী, শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ৬৬; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৩-১৪; 'আদ-দাওয়াহ', সঊদী আরব, সংখ্যা ১১১৫, ৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ ৩১।*

রিয়াদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ 'আল-জামেউল কাবীর'-এ শায়খ বিন বাযের ইমামতিতে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিপুলসংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করে।

মদীনায় দাফন : দো'আ কবুল

রিয়াদে জানাযা শেষে সামরিক বিমানযোগে তাঁর লাশ ঐদিন বিকাল পৌনে চারটার দিকে মদীনা বিমানবন্দরে পৌঁছে। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদে নববীর ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আয-যাহিমের ইমামতিতে মসজিদে নববীতে তাঁর দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে মদীনার 'বাক্বী' কবরস্থানে দাফন করা হয়। এভাবে সত্যিকারের নবীপ্রেমিক ও মদীনাপ্রেমিক আল্লামা যহীরের দো'আও কবুল হয়। তিনি প্রতিনিয়তই এ দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার পথে শহীদ করো এবং তোমার নবীর দেশে আমার মৃত্যু লিখে রেখ'।[৫৮]

ঘাতক কে?

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে ছিলেন মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। তিনি এদের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক বইপত্র লিখে ও অগ্নিঝরা বক্তৃতা প্রদান করে তাদের স্বরূপ বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচন করেছিলেন। স্বভাবতই তারা তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। তারা তাঁকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে একাধিকবার প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছিল। মাওলানা আতাউর রহমান শেখুপুরী ৩/৪/১৪২১ হিজরীতে আল্লামা যহীরের উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী ড. যাহরানীকে জানান, একদিন এক ব্যক্তি আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরকে দেওয়ার জন্য একটি পত্র আমাকে দেয়। তাতে লেখা ছিল, 'আমরা অচিরেই আপনাকে হত্যা করব'। ইরানী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী ঘোষণা করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি ইহসান ইলাহী যহীরের মাথা কেটে আনতে পারবে তাকে ২ লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে'। অনেকে ঘোষণা করেছিল, 'যে ইহসান ইলাহী যহীরকে হত্যা করতে পারবে সে শহীদ'। শত্রুরা তাঁকে হুমকি প্রদান করে এমনটিও বলেছিল, 'আপনি যখন রাস্তায় হাঁটবেন, তখন আমরা আপনার ওপর দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করব'। তিনি অনেকবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। শত্রুরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে একবার গুলিও চালিয়েছিল। আমেরিকায় একবার তিনি প্রায় নিহত হতেই বসেছিলেন।[৫৯]

বাতিলপন্থীদের এতো হুমকি-ধমকি ও প্রাণ নাশের তর্জন-গর্জন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন লাপরোয়া। এসবকে তিনি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে সর্বদা নির্ভয়ে সিংহহৃদয় নিয়ে চলতেন। ভয় করতেন স্রেফ আল্লাহকে; পৃথিবীর অন্য কাউকেই নয়। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় সূরা তওবার ৫১ *('হে নবী আপনি বলুন! আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছবে না')* ও সূরা আ'রাফের ৩৪ নং আয়াত *('প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে')* প্রায়ই পেশ করতেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটিও উল্লেখ করতেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ.

'জেনে রেখ! যদি সমস্ত মাখলূক একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা যদি সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৬০]

আল্লামা যহীর সঊদীতে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, 'আমি বিভিন্ন ফিরকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিলাম এবং আমার সমালোচনা তাদের মনঃপীড়ার কারণ হচ্ছিল। তারা এর সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ হচ্ছে'।[৬১]

কুয়েতের 'আল-মুজতামা' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বাতিল ফিরকাগুলোর মত খণ্ডন ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার স্বরূপ উন্মোচনে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর বই-পুস্তক ও বক্তৃতায় কঠোর খণ্ডন পদ্ধতির কারণে এই সমস্ত ভ্রান্ত ফিরকা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন। কাদিয়ানীরা ইতিপূর্বে পাকিস্তানে বেশ কয়েকজন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমকে কিডন্যাপ ও হত্যা করে। ব্রেলভীদের সাথেও তাঁর কঠিন শত্রুতা ছিল।[৬২] ড. আব্দুল আযীয আল-ক্বারী বলেন, ويبدو أن أسلوبه كان شديد النكاية بالرافضة إلى درجة أنهم آثروا قتله. 'তাঁর খণ্ডন

৫৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৪-১৫; বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১৪২; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৯; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

৫৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।*

৬০. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'আল্লাহর উপর ভরসা ও ছবর' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*

৬১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১৪২।*

৬২. *'আল-মুজতামা', কুয়েত, সংখ্যা ৮১২, বর্ষ ১৩, ৯ শা'বান ১৪০৭ হিজরী।*

পদ্ধতি রাফেযীদের এতটাই অন্তর্জ্বালার কারণ ছিল যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে মনস্থির করে'।[৬৩]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ও 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র সাবেক সহ-সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী বলেন, 'বিদ'আতী ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত-পথভ্রষ্টদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় শায়খকে হত্যা করা হয়। হয়ত তাদের পিছনে বড় কোন হাত থাকতে পারে, যারা তাঁকে হত্যার ব্যাপারে প্ররোচনা দেয়। কেননা ইসলামের শত্রুদের জন্য তিনি ছিলেন চকচকে ধারালো তরবারির ন্যায়। যারা এই তরবারিকে কোষবদ্ধ (নিহত) করতে চাচ্ছিল'।[৬৪]

সন্তান-সন্ততি :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের ৩ ছেলে ও ৫ মেয়ে। তিন ছেলেই দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন। বড় ছেলে ইবতিসাম ইলাহী যহীর 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর সেক্রেটারী জেনারেল, 'আল-ইখওয়াহ' মাসিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও 'কুরআন-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে'র প্রধান নির্বাহী। ১৯৮৭ সালে লাহোরের ক্রিসেন্ট মডেল স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক ও ১৯৮৯ সালে লাহোর সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (এফএসসি) পাশ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি কুরআন মাজীদ হিফয করেন। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বি.এ ছাড়াও তিনি গণযোগাযোগ, ইংরেজী, ইসলামিক স্টাডিজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আরবী, ব্যবসায় প্রশাসন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন। তিনি মোট ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স করে পাকিস্তানে এক বিরল রেকর্ড স্থাপন করেন। তিনি এযাবৎ এক হাযারের অধিক জালসা, সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত www.quran-o-sunnah.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৭ হাযারের অধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এটি উর্দূ ভাষার অন্যতম বড় একটি ইসলামী ওয়েবসাইট। প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ লোক এটি ভিজিট করে। তাছাড়া তাঁর সম্পাদনায় 'আল-ইখওয়াহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ৮ বছর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, যার সার্কুলেশন সংখ্যা ৫ হাযার কপির বেশি। পাকিস্তান টেলিভিশন, জিয়ো নিউজ, এক্সপ্রেস নিউজ, দুনিয়া নিউজ, রয়েল নিউজ, দ্বীন নিউজ, হাম টিভি, ডিএম টিভি (ইংল্যান্ড) প্রভৃতি টিভি চ্যানেলে তিনি তিনশ'র অধিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সঊদী আরব, ইরাক, মিসর, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইতালী প্রভৃতি দেশে তিনি দাওয়াতী সফর করেন এবং বড় বড় সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। লন্ডন, ব্রাডফোর্ড, স্টক অন ট্রেন্ট এবং কোপেনহেগেনে ইংরেজীতে জুম'আর খুৎবা দিয়েছেন। তিনি উর্দূ ও ইংরেজীতে ভাল বক্তব্য দিতে পারেন। আরবীও ভাল বুঝেন। ছবর, অদৃশ্যে বিশ্বাস ও কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান সম্পর্কে তাঁর ৩টি বইও রয়েছে।

মেঝো ছেলে মু'তাছিম ইলাহী যহীরও কুরআনের হাফেয। তিনি দুই বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনিও ভাল বক্তা। আর ছোট ছেলে হেশাম ইলাহী যহীর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ। তিনিও কুরআনের হাফেয ও বক্তা। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি পাঁচ বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সম্ভবত তিনিই একমাত্র পাকিস্তানী যিনি এত অল্প বয়সে ৫ বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি তিনটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন।[৬৫]

গ্রন্থাবলী :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর মাত্র ৪২ বছর এ পৃথিবীর ক্ষণিকের নীড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহারের কারণে নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও এত অল্প সময়ে তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী যথার্থই বলেছেন, ولقد أنتج في سنوات قليلة ما لم ينتجه غيره في سنوات كثيرة. 'তিনি অল্প কয়েক বছরে যা রচনা করেছেন, অনেক বছরেও তা অন্যরা করতে পারেনি'।[৬৬] তিনি সর্বমোট ১৮টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে ১৪টি আরবী ভাষায় ও ৪টি উর্দূ ভাষায়।[৬৭]

১. আল-কাদিয়ানিয়্যাহ দিরাসাতুন ওয়া তাহলীলুন (القاديانية دراسات وتحليل) : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দামেশকের 'হাযারাতুল ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত ১০টি প্রবন্ধের সমাহার এ গ্রন্থটি। প্রথম প্রবন্ধে কাদিয়ানীদের উত্থানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভূমিকা, দ্বিতীয় প্রবন্ধে মুসলমানদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আক্বীদা, ইসরাঈল কর্তৃক কাদিয়ানীদের সহযোগিতা এবং ইসরাঈলে কাদিয়ানী কেন্দ্র সম্পর্কে, তৃতীয় প্রবন্ধে বিভিন্ন নবী ও ছাহাবীগণের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চতুর্থ প্রবন্ধে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী ও তার অসারতা, পঞ্চম প্রবন্ধে আল্লাহ, খতমে নবুঅত, জিবরীল, কুরআন, হজ্জ, জিহাদ প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের আক্বীদা, ষষ্ঠ প্রবন্ধে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর জীবনী, ৭ম প্রবন্ধে তার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ, ৮ম প্রবন্ধে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের আক্বীদা, ৯ম প্রবন্ধে কাদিয়ানীদের নেতা ও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে

৬৩. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।*
৬৪. *ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০।*
৬৫. *আল্লামা যহীরের বড় ছেলে ইবতিসাম ও ছোট ছেলে হেশামের সাথে যোগাযোগ করলে তারা ২২ জুলাই শুক্রবার ২০১১-এ এক ই-মেইল বার্তায় আমাদের এসব তথ্য জানান। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন!-লেখক।*
৬৬. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।*
৬৭. *ঐ, পৃঃ ১৩৪-৩৫।*

এবং ১০ম প্রবন্ধে খতমে নবুঅত প্রসঙ্গে তাদের আক্বীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আরবীতে এটির ৩০টি ও ইংরেজীতে ২০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

২. আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ (الشيعة والسنة) : তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটি প্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে এটির ২৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন সাবার ফিতনা, খুলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মুমিনীন সহ অন্যান্য ছাহাবীগণের সম্পর্কে শী'আদের ভ্রান্ত ধারণা, অপবাদ, তাদেরকে কাফের আখ্যাদান প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শী'আদের কুরআন পরিবর্তন ও ইমামতের গুরুত্ব এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের ভ্রান্ত তাকিয়া নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইংরেজী, ফার্সী, তুর্কী, তামিল, ইন্দোনেশীয়, থাইল্যান্ডী, মালয়েশীয় প্রভৃতি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী বলেন, وللمرة الأولى في تاريخ التأليف في الملل والنحل يؤلف كتاب بهذا التفصيل الذي لم يسبق إليه. لا نظير له في المؤلفات الحديثة. 'ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ ধরনের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত অভূতপূর্ব গ্রন্থ লেখা হয়। আধুনিক রচনাবলীতে এর দৃষ্টান্ত নেই'।[৬৮]

৩. আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত (الشيعة وأهل البيت): এ গ্রন্থে শী'আদের আহলে বায়তের প্রতি মেকি ভালবাসার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। যেমন গ্রন্থটির ভূমিকায় আল্লামা যহীর বলেন,

فأولا وأصلا كتبنا هذا الكتاب لأولئك المخدوعين، المغترين، الغير العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم كي يدركوا الحق، ويرجعوا إلى الصواب إن وفقهم الله لذلك، ويعرفوا أن أهل البيت– نعم– وحتى أهل بيت علي رضى الله عنهم أجمعين لا يوافقون القوم ولا يقولون بمقالتهم، بل هم على طرف والقوم على طرف آخر، وكل ذلك من كتب القوم وبعباراتهم هم أنفسهم.

'যারা শী'আদের প্রকৃতি ও তাদের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ সম্পর্কে অনবগত সে সকল প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের জন্যই আমরা মূলত এই বইটি লিখেছি। যাতে তারা যেন প্রকৃত বিষয় জানতে পারে এবং যদি আল্লাহ তাদের তাওফীক দেয় তাহলে যেন তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে। তারা এটাও জানতে পারে যে, আহলে বায়েত এমনকি খোদ আলী (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজনও শী'আ জাতির সাথে একমত নয় এবং তারা যা বলে তারা তা বলে না। বরং তারা একপ্রান্তে আর শী'আরা আরেক প্রান্তে। এ সকল কিছু শী'আদের বইপত্র ও তাদের উদ্ধৃতি দিয়েই উল্লেখ করা হয়েছে'।[৬৯]

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৬। প্রথম অধ্যায়ে শী'আ ও আহলে বায়েত শব্দের বিশ্লেষণ এবং ইমামদের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন মাজীদে ছাহাবীগণের প্রশংসা, ছাহাবীগণের সম্পর্কে আলী (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, খুলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে শী'আদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রাসূল (ছাঃ), তাঁর সন্তান-সন্ততি ও ছাহাবীগণের সম্পর্কে তাদের বাজে মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উর্দূ, ইংরেজী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৪. আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন (الشيعة والقرآن) : আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব মিসরী (১৩০৩-১৩৮৯ হিঃ) الخطوط العريضة নামে শী'আদের বিরুদ্ধে একটি বই লিখেন। এ বইয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শী'আরা কুরআন পরিবর্তন করেছে। এর জবাবে একজন শী'আ আলেম مع الخطيب في خطوطه العريضة নামে একটি বই লিখে দাবী করেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট কুরআন যেমন অবিকৃত, তেমনি শী'আদের নিকটও। আল্লামা যহীর সেই শী'আ আলেমের দাবীর অসারতা ও খতীবের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে ৩৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত উক্ত বইটি রচনা করেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমরা এতে খতীবের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছি কথা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়; বরং অকাট্য দলীল-প্রমাণ, প্রমাণিত নছ, সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এবং অকাট্য বর্ণনা দ্বারা'।[৭০] পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত ও একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।

৫. আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ (البريلوية عقائد وتاريخ) : ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ'আতী ও কবরপূজারী ব্রেলভী ফিরকা সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। এ গ্রন্থের সুবাদে আরব বিশ্বের জনগণ প্রথমবারের মতো এই ভ্রান্ত ফিরকা সম্পর্কে অবগত হয়। পাঁচটি অধ্যায় সম্বলিত এ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৪। প্রথম অধ্যায়ে এ মতবাদের ইতিহাস ও এর প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খানের জীবনী, দ্বিতীয়

৬৮. *শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ৫।*

৬৯. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ৮।*

৭০. *আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন, পৃঃ ৭।*

অধ্যায়ে ব্রেলভীদের আক্বীদা-বিশ্বাস, তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের শিক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের আক্বীদা বিরোধী তাদেরকে কাফের আখ্যাদান ও তাদের বিভিন্ন বিদ'আতী আমল এবং পঞ্চম অধ্যায়ে তাদের বিভিন্ন আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

৬. আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু ৭. আল-ইসমাঈলিয়্যাহ : তারীখ ওয়া আকাইদ ৮. আল-বাবিয়া আরয ওয়া নাকদ ৯. আল-বাহাইয়া : নাকদ ওয়া তাহলীল ১০. আর-রাদ্দুল কাফী আলা মুগালাতাতিদ দুকতূর আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফী ফী কিতাবিহি বায়নাশ শী'আ ওয়া আহলিস সুন্নাহ ১১. দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ ১২. সুকূতে ঢাকা (উর্দূ) ১৩. আত-তুরুকুল মাশহূরা ফী শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়া (অপ্রকাশিত) ১৪. আত-তাছাওউফ আল-মানশাউ ওয়াল মাছাদিরু ১৫. কুফর ওয়া ইসলাম (উর্দূ) ১৬. ইমাম ইবনু তাইমিয়ার 'কিতাবুল অসীলা'-এর উর্দূ অনুবাদ ১৭. সফরে হিজায (উর্দূ) ১৮. আন-নাছরানিয়্যাহ (অপ্রকাশিত)।

বিশ্বব্যাপী তাঁর বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর আধুনিক বিশ্বের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। বিভিন্ন বাতিল ফিরকার উপর লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলোকে এ বিষয়ের মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো পাঠসূচীভুক্ত রয়েছে। আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি ধর্মতত্ত্বের উপর বই লিখে গোটা মুসলিম বিশ্বে আমার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছি। আমার বইগুলো বিশ্বের প্রত্যেক ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্যসূচীভুক্ত রয়েছে এবং অনেক দেশে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য লিখিত অভিসন্দর্ভসমূহে ঐসব বইয়ের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আমার নিশিদিন অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল এগুলি'।[৭১] তিনি বলেন, 'আমার বইগুলো মুসলিম বিদ্বানদের জন্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্যের অভাব পূরণ করেছে'।[৭২] তিনি আরো বলেন, 'মোদ্দাকথা, ধর্মতত্ত্বের উপর আমার লেখা গ্রন্থগুলোর মুসলিম বিশ্বে একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে'।[৭৩]

মুহাম্মাদ ছায়েম বলেন, وإنها في مجال الأبحاث العلمية لتعتبر من أهم مراجع الدارسين للفرق والملل والنحل. 'বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সম্পর্কে গবেষণাকারীদের জন্য গবেষণা পরিমণ্ডলে এ গ্রন্থগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে'।[৭৪]

আল্লামা যহীরের প্রত্যেকটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ ৩০ হাযার কপি বের হত। তাঁর 'আল-ব্রেলভিয়া' বইটির ৩০ হাযার কপি মাত্র ১৫ দিনে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে এক বছরে এই বইটি ৯ বার প্রকাশ করতে হয়। এতেও চাহিদা পূরণ না হলে দামেশক ও সঊদী আরব থেকেও এটি প্রকাশ করা হয়। তাঁর এই বইটি প্রকাশের পর সঊদী আরব ও মিসরে উক্ত ভ্রান্ত ফিরকা সম্পর্কে অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৭৫] তাঁর অধিকাংশ বই পৃথিবীর বিভিন্ন জীবন্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সাবেক জনপ্রিয় সঊদী বাদশাহ ফয়সাল এক শাহী ফরমানে তাঁর নিজ খরচে আল্লামা যহীরের বইপত্র ক্রয় করে সঊদী আরবের সকল লাইব্রেরী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্য এক ফরমানে সেগুলো ছেপে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৬]

তাঁর বইগুলোর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার কারণ সম্পর্কে তদীয় শিক্ষক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিয়্যাহ সালিম (১৯২৭-৯৯) বলেন,

إن كتاباته كلها اتسمت بالرزانة والاعتدال ومدعمة بالأدلة وصدق المقال. وأهم ما فيها أن يستدل لها من كتب أهلها مما لا يدع مجالا للشك فيما يكتب عنهم. ولا مطعن فيها يفرده من مصادرهم حتى أصبحت كتبه في تلك الفرق مصادر ومراجع للدارسين ومناهل للباحثين.

'তাঁর রচনাবলী গাম্ভীর্য ও সুসামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং দলীল ও সত্যকথন দ্বারা মযবুতকৃত। এসব গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল ঐসব ফিরকার নিজেদের রচিত বইপত্র থেকে প্রমাণ পেশ, যা তাদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না এবং তাদের সূত্রসমূহ থেকে তিনি যেসব উদ্ধৃতি দেন তাতে দোষারোপেরও কোন কিছু থাকে না। এভাবে তাঁর গ্রন্থগুলো ঐ সকল ফিরকার ব্যাপারে পাঠক ও গবেষকদের জন্য আকরে পরিণত হয়েছে'।[৭৭]

শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী বলেন, واتسمت كتبه بقوة الحجة والمنطق. 'তাঁর গ্রন্থগুলো শক্তিশালী দলীল ও যুক্তির বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'।[৭৮]

[চলবে]

৭১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫০।*
৭২. *ঐ, পৃঃ ৪৭।*
৭৩. *ঐ, পৃঃ ৪৯।*
৭৪. *শুহাদাউদ দাওয়াহ, পৃঃ ১৬৫।*
৭৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৯-৫০।*
৭৬. *শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ১৪; 'আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ', সংখ্যা ৪৮, ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ৯১; শুহাদাউদ দাওয়াহ, পৃঃ ১৬৫।*
৭৭. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ৩।*
৭৮. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।*

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

[শেষ কিস্তি]

আল্লামা যহীরের জীবনের ছিটেফোঁটা :

দুরন্ত সাহস : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর প্রচণ্ড সাহসী ছিলেন। মক্কার হারামের ইমাম ও সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল বলেন, إنه كان شجاعا، وجريئا، وصريحا، ولا يكتم ما في نفسه ولا تأخذه في الله لومة لائم. 'তিনি দুঃসাহসী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি মনের কথা গোপন রাখতেন না এবং আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তোয়াক্কা করতেন না'।[১৩০] তিনি যা হক মনে করতেন তা প্রকাশে কোন দ্বিধা-সংকোচ বা ভয় কখনো তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। নিম্নে তাঁর সাহসিকতার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হল-

১. আল্লামা যহীর যখন কোন বাতিল ফিরকা সম্পর্কে কোন বই লিখতেন, তখন প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামকে তার কপি পাঠাতেন। এমনকি শী'আ ও অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরকার লোকদের কাছেও নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সহ বইপত্র পাঠাতেন। পক্ষান্তরে শী'আরা তাঁর বিরুদ্ধে বই লিখত। কিন্তু কখনো তার কাছে সেসবের কপি পাঠাত না। উপরন্তু ঐসব বইয়ে লেখকের ছদ্মনাম ব্যবহার করত। যেমন- আল্লামা যহীরের 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ' বইটি প্রকাশিত হলে শী'আদের গুমর ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে শী'আ মহলে হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। জনৈক শী'আ এর প্রত্যুত্তরে 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ ফিল মীযান' নামে একটি বই লিখে। কিন্তু 'সীন-খা' ছদ্মনাম ব্যবহার করে।[১৩১] নিঃসন্দেহে এটি আল্লামা যহীরের সাহসিকতা ও শী'আদের ভীরুতা-কাপুরুষতার দলীল বৈ-কি!

২. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন নূরুদ্দীন ইতর নামে একজন কট্টর হানাফী শিক্ষক 'মুছতালাহুল হাদীছ' (হাদীছের পরিভাষা) পড়াতেন। তিনি এ বিষয়টি পড়ানোর সময় তাতে মাতুরীদী আক্বীদা ঢুকিয়ে দিতেন। আল্লামা যহীর আদব ও সম্মান বজায় রেখে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতেন। পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ার ভয় তাঁকে কখনো পেয়ে বসেনি। বরং এক্ষেত্রে তিনি যেটাকে সঠিক মনে করতেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঐ শিক্ষকের কাছে পেশ করতেন।[১৩২]

৩. ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট যাকির হুসাইন মদীনা মুনাউওয়ারায় গেলে তাঁকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আল্লামা যহীর তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শায়খ নাছের আল-উবূদীকে এসে বললেন, আপনি জানেন যে, ইনি ভারতের প্রেসিডেন্ট। যে দেশটি মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে কাশ্মীরকে কেড়ে নেয়ার জন্য জোরাজুরি করেছে। অথচ তারা জানে যে, কাশ্মীরীরা ভারতের সাথে একীভূত হতে চায় না। একথা শুনে শায়খ উবূদী বললেন, তুমি কি করতে চাচ্ছ? তখন তিনি বললেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সমালোচনা করব এবং হিন্দুরা মুসলমানদের উপর কি নির্যাতন চালিয়েছে তা বিবৃত করব। শায়খ উবূদী তাঁর আবেগ ও আগ্রহের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, উনাকে আমাদের সম্মান করা উচিত। কারণ আমরা জানি, তাঁর পদ সম্মানসূচক; নির্বাহী নয়। রাজনৈতিক নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু যহীর যেন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলেন না। কারণ তিনি প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে শায়খ উবূদীর কাছে এসেছিলেন। দ্বীনের প্রতি তাঁর আগ্রহ, মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও সাহসিকতার জ্বলন্ত সাক্ষী এ ঘটনাটি।[১৩৩]

৪. আল্লামা যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর কেন্দ্রে ও তাদের মাহফিলে গিয়ে মুনাযারা করতেন নির্ভয়ে-নিঃশঙ্কচিত্তে। ১৯৬৫ সালে ইরাকের সামার্রায় এক রেফাঈ ছূফী নেতার সাথে তাঁর মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ছূফী নেতার দাবী ছিল, সে কারামতের অধিকারী। অস্ত্র তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লামা যহীর এর প্রত্যুত্তরে বিতর্কসভায় বলেছিলেন, যদি অস্ত্র, বর্শা ও চাকু আপনাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে আপনারা কেন যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন না? গুলী ও অন্যান্য জিনিস যাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, সেসব লোকের ইরাকের বড্ড প্রয়োজন। তিনি সেখানে ঐ রেফাঈ ছূফী নেতাকে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেছিলেন, আপনি আমার হাতে একটা রিভলভার দিন। আমি গুলী ছুঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে কি-না। একথা বলার পর ঐ ভণ্ড ছূফী পালাতে দিশা পায়নি।[১৩৪] একইভাবে তিনি ইরাকের কাযেমিয়াতে গিয়েও শী'আদের সাথে বিতর্ক করেন।[১৩৫]

৫. পাকিস্তানে বাতিল ফিরকাগুলো কর্তৃক আহলেহাদীছদের অপদখলকৃত মসজিদগুলো তিনি পুনরুদ্ধার করতেন।[১৩৬]

বাদশাহ ফয়সালের সামনে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান : আল্লামা যহীর উর্দূ ভাষায় যেমন অনর্গল অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে পারতেন, তেমনি আরবী ভাষাতেও। একবার সঊদী বাদশাহ ফয়সাল পাকিস্তান সফরে আসেন। তখন আল্লামা যহীর

---

* *এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৩০. *ড. যাহরানী, শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ৫০।*
১৩১. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ৪; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।*
১৩২. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।*
১৩৩. *ঐ, পৃঃ ৫৮-৫৯।*
১৩৪. *দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ, পৃঃ ২৩২।*
১৩৫. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।*
১৩৬. *ঐ, পৃঃ ৫৮।*

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি বাদশাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। বাদশাহ তাঁর বিশুদ্ধভাষিতা ও বক্তব্যের স্টাইল শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে বাদশাহকে নিজের পরিচয় দেন।[১৩৭]

সিউলের চাবি যহীরের হাতে : কোরিয়ায় একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আল্লামা যহীর সেখানে যান এবং কোরীয় প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁকে সিউলের চাবি প্রদান করেন। অদ্যাবধি এ চাবিটি তাঁর পরিবারের কাছে সংরক্ষিত আছে।[১৩৮]

গাড়িতে কুরআন তেলাওয়াত : তিনি গাড়িতে চড়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরেই কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন এবং হিফয ঝালিয়ে নিতেন। ভাই আবিদ ইলাহীকে তিনি বলতেন, 'কুরআনের যেকোন স্থান থেকে আমাকে পরীক্ষা করো'। তাঁর হিফযুল কুরআন ছিল খুবই পাকাপোক্ত।[১৩৯]

বাগে আনতে শী'আদের নানান প্রচেষ্টা :

১. ইসমাঈলী শী'আদের নেতা করীম আগা খান (জন্ম : ১৯৩৬) আল্লামা যহীরকে ব্রিটেন সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার প্রতিনিধিকে প্রাইভেট বিমানসহ করাচীতে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল যহীরের সাথে সাক্ষাত করে ইসমাঈলীদের সম্পর্কে বই না লেখার জন্য তাঁকে রাজি করানো। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা আগা খান আল্লামা যহীরকে প্রেরিত এক পত্রে বলেন, 'মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনার লেখালেখি করা উচিত; তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়'। জবাবে আল্লামা যহীর তাকে লেখেন, 'হ্যাঁ, শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁদের শিক্ষার প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের পরিসমাপ্তিকে অস্বীকারকারী কাফের এবং মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের রিসালাতে বিশ্বাসকারীদের সাথে মুসলমানদের ঐক্যের জন্য নয়'।[১৪০]

২. একবার একজন বড় শী'আ আলেম ইমাম খোমেনীর (১৩১৮-১৪০৯ হিঃ) প্রতিনিধি হিসাবে আল্লামা যহীরের সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা করে তাঁর 'আল-বাবিয়া' ও 'আল-বাহাইয়া' বই দু'টি সম্পর্কে ইমাম খোমেনীর মুগ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ জানান। আল্লামা যহীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দিবে'? তখন সেই শী'আ আলেম তাঁকে বলেন, আমি আপনার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করব এবং আপনি পাকিস্তানে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানে আপনার অনুসারীদের কাছে অবস্থান করব। আল্লামা যহীর তখন বলেন, 'কে জানে যে, হয়ত আপনি খোমেনীর ক্রোধভাজন'। অতঃপর আল্লামা যহীর তাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের কোন বই-ই ছাহাবীগণকে গালি দেয়া থেকে মুক্ত নয় কেন'? এ প্রশ্ন করে তিনি খোমেনীর প্রতিনিধিকে হতচকিত করে দিয়ে 'অছূলুল আখয়ার ইলা উছূলিল আখবার' গ্রন্থটি হাতে নেন। ঐ শী'আ আলেম তখন বলেন, এ বইয়ের কোথায় ছাহাবীগণকে গালি দেয়া হয়েছে তা আমাকে দেখান? আল্লামা যহীর বইটির ১৬৮ পৃষ্ঠা খুলেন যেখানে লেখা ছিল, 'আমরা (শী'আরা) এদেরকে (ছাহাবীগণকে) গালিগালাজ করে ও তাদের সাথে এবং তাদেরকে যারা ভালবাসে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করি'। অতঃপর সেই শী'আ আলেম তাঁকে খোমেনীর একটি পত্র হস্তান্তর করেন এবং সাক্ষাৎ শেষ হওয়ার পূর্বেই ও যহীর পত্রটি পড়ে দেখার পূর্বেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, খোমেনীর ব্যাপারে আপনার মতামত কি? জবাবে আল্লামা যহীর বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করছি, তিনি যেন তাকে দীর্ঘজীবি করেন। তাঁর কথা শেষ না হতেই ঐ শী'আ আলেম বললেন, আপনি আমাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে কথা শেষ করতে দিন। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তাকে দীর্ঘজীবি করুন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিন। যতক্ষণ না তিনি ধ্বংস হন এবং মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। একথা শুনে ঐ শী'আ আলেম বলেন, এ কেমন শত্রুতা! অতঃপর মিটিং সমাপ্ত হয়।[১৪১]

৩. একদা ওমানের মিড্‌লইস্ট ব্যাংকের প্রধান আল্লামা যহীরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেন, শী'আদের সম্পর্কে লেখালেখি ছেড়ে দিন, আমি আপনার জন্য দুই মিলিয়ন (২০ লাখ) রিয়াল ব্যয়ে আহলেহাদীছের জন্য একটি মারকায বা কেন্দ্র নির্মাণ করে দিব।[১৪২]

৪. একবার ইরানের প্রেসিডেন্ট খোমেনীর দূত আল্লামা যহীরের বাড়িতে এসে তাঁকে বলেন, শী'আদের সম্পর্কে লেখালেখি বাদ দিন। জবাবে তিনি বলেন, আপনারা আপনাদের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলুন, আমি আপনাদের সম্পর্কে লেখালেখি ছেড়ে দিব।[১৪৩]

লাহোর ট্র্যাজেডির একদিন পূর্বে সংলাপ : যারা পাকিস্তানে 'হানাফী-জা'ফরী' ও অন্যান্য ফিকহী মাযহাব বাস্তবায়নের দাবী করে তাদের সাথে লাহোর ট্র্যাজেডির মাত্র একদিন পূর্বে (৮৭-র ২২ মার্চ) আল্লামা যহীর এক সংলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 'আমরা কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিকল্প হিসাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করি না'। সাড়ে ৬ ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনায় তিনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করতে থাকেন এবং এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানান। পরের

১৩৭. *ঐ, পৃঃ ২১৬।*
১৩৮. *ঐ, পৃঃ ২২২।*
১৩৯. *ঐ, পৃঃ ৪৯।*
১৪০. *The life of Shaykh Ihsan Ilahi Zaheer, p. 32.*
১৪১. *Ibid, P. 32-33.*
১৪২. *Ibid, P. 79.*
১৪৩. *Ibid.*

দিন বিচারকরা ঘোষণা করেন যে, 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ও তার জামা'আতই হকের উপরে আছেন'।[১৪৪]

অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী : তিনি নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর উপরে পিএইচ.ডি করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সাথে একাডেমিক বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে পিএইচ.ডি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রীও দিয়েছিল।[১৪৫]

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও দামী পোষাক পরিধান : আল্লামা যহীর অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিলেন। আমদানী-রফতানী ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কাপড়ের ফ্যাক্টরি ও প্রকাশনা সংস্থাও ছিল।[১৪৬] তিনি অত্যন্ত দামী জামা, জুতা ও চশমা পরিধান করতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সূরা যোহার ১১নং আয়াত *('তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও')* দ্বারা জবাব দিতেন। তিনি মনে করতেন যে, দ্বীনের দাঈদের স্বচ্ছল হওয়া উচিত, যাতে তাদেরকে কারো মুখাপেক্ষী না হতে হয় এবং তারা নির্দ্বিধায় হক কথা বলতে পারেন। উল্লেখ্য যে, তিনি লাহোরের প্রাচীনতম ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 'চীনাওয়ালী'তে বিনা বেতনে খতীবের দায়িত্ব পালন করতেন।[১৪৭]

শী'আদের অভিনব প্রস্তাব : ১৯৮০ সালে আল্লামা যহীর হজ্জ করতে গেলে মক্কায় শী'আদের কয়েকজন বড় মাপের আলেম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ'-এর মতো বই লেখা উচিত নয়। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, 'আপনারা ঠিকই বলেছেন। তবে আপনারা আমাকে বলুন, আমার বইয়ে এমন কোন কথা কি উল্লেখ করা হয়েছে যা আপনাদের বইয়ে নেই'? তখন তারা বলল, হ্যাঁ, সবই আমাদের বইয়ে আছে। তবে বিষয়গুলোকে এভাবে উত্থাপন করা ঠিক নয়। তখন তিনি বলেন, আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন? আল্লামা যহীর তাদের কথা শুনার কারণে তারা আনন্দে বাগবাগ হয়ে বলল, উক্ত বইটি বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে ফেলুন। দ্বিতীয়বার তা প্রকাশ করবেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। তবে এক শর্তে? তারা শর্তটি উল্লেখ করার পূর্বেই আনন্দে বলা শুরু করল, যে কোন শর্তে আমরা রাজি আছি? এরপর আল্লামা যহীর বললেন, আপনাদের যেসকল বই থেকে আমি ঐসব অসত্য কল্পকাহিনী উল্লেখ করেছি সেগুলো সব বাজেয়াপ্ত করুন এবং জ্বালিয়ে দিন, যাতে বাস্তবিকই এর পরে মতদ্বৈততার আর কোন অবকাশ না থাকে এবং আমার পরে ঐসব বই থেকে আর কেউ উদ্ধৃতি দিতে না পারে। আমরা চিরতরে মতদ্বৈততার মূলোৎপাটন করতে চাই। এরপর তারা বলল, আপনি জানেন যে, ওগুলো বিভিন্ন বইয়ের পৃষ্ঠাসমূহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। সবার হাতের নাগালে ছিল না। কিন্তু আপনি ঐগুলো একটা বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশন করেছেন এবং মুসলিম ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন? এর জবাবে আল্লামা যহীর দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, আমি গ্রন্থ রচনা করে এই সকল আক্বীদাকে সবার হাতের নাগালে নিয়ে এসেছি। অথচ ইতিপূর্বে একটি জাতিই (শী'আ) সেগুলো অবগত ছিল, আর অন্যরা সে সম্পর্কে ছিল বেখবর। আমি এজন্য উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছি যেন উভয় পক্ষই সুস্পষ্ট দলীল ও সম্যক অবগতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং কোন এক পক্ষই যেন শুধু ধোঁকা না খায়। যাতে একদিক থেকে নয়; বরং উভয় দিক থেকেই প্রকৃত ঐক্য অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে আমরা আপনাদেরকে ও আপনাদের বড় বড় নেতাদেরকে সম্মান করব আর আপনারা আমাদের সাথে এবং এই উম্মতের পূর্বসুরী, এর কল্যাণকামী, এর মর্যাদার রূপকার, এর কালিমাকে সমুন্নতকারী মর্দে মুজাহিদদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবেন। আমরা আপনাদের কথা বিশ্বাস করব এবং আমাদের মনের কথা খুলে বলব আর আপনারা 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বন করে যা প্রকাশ করবেন তার বিপরীত চিন্তা-চেতনা সংগোপনে লালন করবেন, তা কস্মিনকালেও হ'তে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি আমার ঐ বইয়ে এমন কিছু পাওয়া যায় যা আপনাদের বইয়ে নেই এবং আমি যদি এমন কোন কিছুকে আপনাদের দিকে সম্পর্কিত করে থাকি যা আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই, তাহলে এর জন্য আমি দায়বদ্ধ। আপনাদের ও অন্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যিনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন। আরব ও অনারবের কোন ব্যক্তিই এটা প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখায়নি।[১৪৮]

পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য :

আল্লামা যহীর পিতা-মাতার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করতেন, তাদের হকের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণেও তাদের অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি লাহোরে বসবাস করতেন আর তাঁর বাবা-মা থাকতেন গুজরানওয়ালায়। ইসলামাবাদে তাঁকে প্রায়ই যেতে হত। ব্যস্ততা যতই থাক না কেন তিনি যখনই গুজরানওয়ালার পাশ দিয়ে যেতেন, তখন বাবা-মার সাথে সাক্ষাৎ করে তবেই যেতেন। একবার তাঁর বাবা হাজী যহূর ইলাহী অসুস্থ হলে তিনি তাঁকে চিকিৎসা করানোর জন্য লাহোরে নিয়ে আসেন। পিতা তাঁকে বলেন, 'ইহসান! আমি যখন লাহোরে যাব তখন যেন তুমি নিজেকে বড় নেতা ও আলেমে দ্বীন মনে না কর। বরং তুমি আমার কাছে সেই ছোট্টবেলার ইহসান। তুমি ছোটবেলায় যেমন

১৪৪. *'আল-ইস্তিজাবাহ', সংখ্যা ১১, ১৪০৭ হিঃ, বর্ষ ২, পৃঃ ৩৫।*
১৪৫. *১৫/৪/১৪১৯ হিজরীতে ড. যাহরানীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইহসান ইলাহী যহীরের ভাই আবেদ ইলাহী যহীর এ তথ্য দিয়েছিলেন। তবে তখন তিনি ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম স্মরণ করতে পারেননি। দ্রঃ ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯-৯০।*
১৪৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২১।*
১৪৭. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২, ২১৭।*
১৪৮. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ৫-৬।*

আমার নির্দেশাবলী শুনতে, তেমনি এখনও আমার নির্দেশ মেনে চলবে। এশার পরে দেরি না করে দ্রুত বাড়ি ফিরবে। জেনে রাখ! তুমি যহূর ইলাহীর কাছে যেহেতু ছোট, সেহেতু তিনি তোমাকে আদেশ করবেন। দশদিন আল্লামা যহীরের বাবা তাঁর বাড়িতে অবস্থানকালে প্রত্যেকদিন তিনি বাবার নির্দেশমতো এশার পরপরই বাড়িতে ফিরতেন।[১৪৯]

ইবাদত-বন্দেগী :

ছোটবেলা থেকেই আল্লামা যহীর ছালাতের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাক্বী-পরহেযগার ছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন। বিভিন্ন দাওয়াতী প্রোগ্রাম শেষে গভীর রাতে বাড়িতে ফিরলেও তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে তবেই ঘুমাতেন। তিনি অত্যধিক নফল ছিয়াম পালন করতেন এবং আল্লাহ্র কাছে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করতেন। কোন সমস্যায় পড়লেই কাউকে কিছু না জানিয়ে ওমরা পালন করতে চলে যেতেন।[১৫০]

চরিত্র-মাধুর্য :

আদর্শ মানুষ হিসাবে আল্লামা যহীরের চরিত্রে নানামুখী গুণের সম্মিলন ঘটেছিল। তিনি অত্যন্ত দানশীল, নম্র ও ভদ্র ছিলেন। আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ ব্যয়, গরীব-দুঃখী ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তিনি সর্বদা সামনের সারিতে থাকতেন। অসংখ্য মসজিদ নির্মাণে তিনি নিজে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও ক্ষমা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। কারো চাটুকারিতা ও মোসাহেবি করা ছিল তাঁর চিরাচরিত স্বভাববিরুদ্ধ। যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন তিনি তাকে ভয় করতেন না। বরং তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ করতেন।

তিনি মিশুক, রসিক ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। দ্রুত রেগে যেতেন। তাঁর মধ্যে কিছুটা কঠোরতা ছিল। তবে বক্তব্য প্রদানের সময় তাঁর অন্তর নমর হয়ে যেত। শ্রোতাদেরকে কাঁদাতেন ও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতেন। একবার এক মজলিসে রাফেযীদের আক্বীদা ও ছাহাবীগণকে তাদের গালি-গালাজ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। রাফেযীদের প্রতীক্ষিত মাহদী সম্পর্কে আক্বীদা হল, তাদের কল্পিত ইমাম মাহদী যখন আবির্ভূত হবেন, তখন ইফকের ঘটনার জন্য তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বেত্রাঘাত করবেন ও তাঁর ওপর হদ কায়েম করবেন। একথা বলার পর আল্লামা যহীর ছাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি ভালবাসায় অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন।[১৫১]

ব্যক্তিগতভাবে তিনি কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করতেন না। যাদের সাথে তাঁর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে মতদ্বৈততা ছিল, তাদের সাথেও তিনি সদাচরণ করতেন। কখনো কারো গীবত, চোগলখুরী ও অকল্যাণ করতেন না।[১৫২]

চিন্তাধারা :

মুসলিম ঐক্য : মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে আল্লামা যহীর বলেন, 'ইসলামী দলসমূহ এবং মাযহাবী গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণই যাবতীয় মতপার্থক্য অবসানের মাধ্যম হতে পারে। যদি সব দল ঈমানদারির সাথে নিজেদের মাযহাবী গোঁড়ামী ছেড়ে এবং দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের মাসআলাগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়ছালা করে এবং যে মাসআলা ঐ দু'টির বিপরীত হবে সেটা ছেড়ে দেয়, তাহলে এভাবে ঐক্য হতে পারে'।[১৫৩]

তিনি 'আল-ব্রেলভিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে আরো বলেন,

ان الاتحاد والاتفاق لايتأتى دون الاتفاق والاتحاد في العقائد والأفكار وإن الوحدة لا تتحقق مادام الآراء والمعتقدات لم تتوحد لأن الاتحاد والوحدة عبارة عن الاتفـــاق في المبـــدأ والوجهة. فعلينا جميعا أن نتحد ونتفق بالرجوع إلى كتـــاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتصحيح العقائد في ضوئهما ونترك العصبيات والتمسك بأقوال الرجال والتتبع طرق الصوفية والخرافات.

'আক্বীদা ও চিন্তাধারার ঐক্য ছাড়া কোন ঐক্য সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তাধারা ও আক্বীদার ঐক্য না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা ঐক্যের অর্থই হল মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য। কাজেই আমাদের সবার উচিত কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন, এর আলোকে আক্বীদা সংশোধন, মাযহাবী গোঁড়ামী ও ব্যক্তির মতামত পরিহার এবং ছূফী ও কুসংস্কারবাদীদের পথ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া'।[১৫৪]

ইজতিহাদ : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ হুকুম নির্ধারণের জন্য সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি শুধু ইসলামে ইজতিহাদের প্রবক্তাই নই; বরং আমি একথাও বলি যে, এদেশে ইজতিহাদের স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবে এক্ষেত্রে আমি বল্গাহীন স্বাধীনতার পক্ষে নই।

১৪৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১-৬২।*
১৫০. *ঐ, পৃঃ ৬২।*
১৫১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯, ৬১।*
১৫২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮।*
১৫৩. *ঐ, পৃঃ ৬২।*
১৫৪. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১১।*

এক্ষেত্রে এমন স্বাধীনতা থাকাও উচিত নয় যা কুফরী, ফাসেকী ও ফিতনা-ফ্যাসাদের দরজা উন্মুক্ত করে দিবে'।[১৫৫]

দেশে কোন ফিকহ চলবে : এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা কোন ফিকহের-ই বাস্তবায়ন চাই না। কেননা মানুষেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কোন নির্দিষ্ট ফিকহ বাস্তবায়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করেনি। ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এখানে স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ্র ইসলাম বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কুরআন ও সুন্নাহ এমন দু'টি জিনিস যার উপর সকল শ্রেণী ও রাজনৈতিক দলের ঐক্যমত হতে পারে'।[১৫৬]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লামা যহীর :

১. সাবেক সঊদী গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله معروف لدينا، وهو حسن العقيدة، وقد قرأت بعض كتبه فسرني ما تضمنته من النصح لله ولعباده والرد على خصوم الإسلام. 'শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) আমাদের নিকট সুপরিচিত। তাঁর আক্বীদা ভাল। আমি তাঁর কতিপয় গ্রন্থ পড়েছি। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য তাতে যে নছীহত এবং ইসলামের শত্রুদের প্রত্যুত্তর রয়েছে, তা আমাকে আনন্দিত করেছে'। তিনি বলেন, نعم الرجل وجهوده طيبة في الدعوة إلى الله. 'তিনি অত্যন্ত ভাল ব্যক্তি। আর আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়'। তিনি আরো বলেন, له مآثر جميلة، ومؤلفات طيبة نافعة. 'তাঁর চমৎকার কীর্তি ও উপকারী ভাল বইপত্র রয়েছে'।

২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন বলেন, كرس الشيخ رحمه الله جهوده في الرد على المبتدعة والذب عن السنة ونصرها. 'শায়খ যহীর (রহঃ) বিদ'আতীদের মত খণ্ডন এবং হাদীছের প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতায় তাঁর প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন'।

৩. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, وله جهود طيبة في الرد على أهل البدع وكشف باطلهم، وله مؤلفات كثيرة في ذلك. 'বিদ'আতীদের মত খণ্ডন ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে তাঁর অনেক বই-পুস্তকও রয়েছে'।

৪. মক্কার হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল বলেন, فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير عالم جليل وداعية بصير من علماء أهل السنة والجماعة في باكستان ومن الدعاة المشهورين هناك. 'মাননীয় শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর পাকিস্তানের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সম্মানিত আলেম এবং সেখানকার দূরদর্শী ও খ্যাতিমান দাঈ'। তিনি আরো বলেন, ويتمتع بقوة في الحجة وشدة في التأثير في خطبه ومواعظه. 'তিনি দলীল-প্রমাণের বলিষ্ঠতা এবং তাঁর বক্তৃতা ও ওয়ায-নছীহতে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন'।[১৫৭]

৫. সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য শায়েখ ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-লিহীদান বলেন, وكان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن العقيدة أثره في بلاد الباكستان وغيرها. 'আক্বীদার প্রতিরক্ষায় তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার পাকিস্তান ও অন্যত্র প্রভাব ছিল'।[১৫৮] তিনি আরো বলেন, فقد كان مجاهدا بلسانه وقلمه. 'তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে একজন মুজাহিদ ছিলেন'।

৬. শায়খ আব্দুর রহমান আল-বাররাক বলেন, اشتهر بجهاده للرافضة. 'তিনি রাফেযীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন'।

৭. শায়খ আব্দুল্লাহ আল-গুনায়মান বলেন, قلَّ أن يُوجد مثله في شجاعته في مواجهة الباطل ورده بالأدلة المقنعة. 'বাতিলের প্রতিরোধ ও যথোপযুক্ত দলীল দ্বারা তার জবাবদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো দুঃসাহসী ব্যক্তির নাগাল খুব কমই পাওয়া যায়'।

৮. ড. অছিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস বলেন, وله جهود جبارة في توجيه الشباب إلى العقيدة السلفية. 'যুবকদেরকে সালাফী আক্বীদার দিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর দারুণ প্রচেষ্টা ছিল'।

৯. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসর শায়খ রবী আল-মাদখালী বলেন, عرفته مجاهدا في ميدان العقيدة. 'আক্বীদার ময়দানে আমি তাঁকে একজন মুজাহিদ হিসাবে জেনেছি'।

১০. শায়খ আব্দুল আযীয আল-ক্বারী বলেন, إنه كان مقاتلا من الطراز الأول، لا بالسنان ولكن بالفكر والتعلم واللسان. 'তিনি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন। তবে বর্শা তথা অস্ত্রের মাধ্যমে নয়; বরং চিন্তা-গবেষণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও বক্তৃতার মাধ্যমে'।

১১. শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী বলেন, لقد عاش الشيخ إحسان إلهي حميدا ومضى شهيدا إن شاء الله. 'শায়খ

১৫৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৬১।*
১৫৬. *ঐ, পৃঃ ৫৯।*
১৫৭. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৭।*
১৫৮. *দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ, পৃঃ ৫।*

ইহসান ইলাহী প্রশংসিত ব্যক্তিরূপে বেঁচে ছিলেন এবং ইনশাআল্লাহ শহীদ হয়েই (পরপারে) চলে গেছেন'

১২. ড. মারযূক বিন হাইয়াস আয-যাহরানী বলেন, كان عالما ذكيا فذًّا شجاعا، حسن الأخلاق، يقول رأيه ولا يهاب العواقب. 'তিনি অত্যন্ত মেধাবী, অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী ও চরিত্রবান আলেম ছিলেন। পরিণামের ভয় না করে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করতেন'।[১৫৯]

১৩. জীবনীকার মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী বলেন, كان شجاعا في قوله الحق، باحثا عن الحقيقة، ناصحا لأمته. 'তিনি হক কথা বলায় সাহসী, সত্যানুসন্ধানী এবং তাঁর জাতিকে নছীহতকারী ছিলেন'।[১৬০]

১৪. ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী বলেন, كان صاحب خلق، وورع، وكرم، قوي الإيمان، شديد التمسك بدينه قوي في الصدع بالحق. 'তিনি চরিত্রবান, আল্লাহভীরু, দানশীল, সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী, দ্বীনকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধারণকারী এবং হক কথা প্রচারে নির্ভীক ছিলেন'।[১৬১]

১৫. ড. লোকমান সালাফী বলেন, هو الخطيب المسقع العظيم الذي لم يعرف له مثيل في تاريخ باكستان، وقد شهد له بالعظمة في هذا الشأن القاصي، والداني، والصديق، والعدو. 'তিনি অনলবর্ষী শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, পাকিস্তানের ইতিহাসে যার সমতুল্য কেউ নেই। এক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নিকটবর্তী-দূরবর্তী এবং শত্রু-মিত্র সবাই সাক্ষ্য প্রদান করেছে'।[১৬২] তিনি আরো বলেন, هو الكاتب البارع الفذ الذي قمع بقلمه السيال قصور الباطل، وهدم بنيان الفرق الباطلة هدما ليس بعده هدم. 'তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ও অনন্য লেখক, যিনি তাঁর গতিশীল লেখনীর মাধ্যমে বাতিলের রাজপ্রাসাদকে পর্যুদস্ত করেছিলেন এবং বাতিল ফিরকাগুলোর ভিত্তিগুলোকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন'।[১৬৩]

১৬. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জমঈয়তে আহলেহাদীছের শুব্বান বিভাগের সাবেক পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তদানীন্তন সহকারী অধ্যাপক (বর্তমানে প্রফেসর ও আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ) মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আল্লামা যহীরের মৃত্যুতে লাহোরে একটি শোকবার্তা পাঠান। যেটি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'মুমতায ডাইজেস্ট' বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭-তে 'মাকতূবে বাংলাদেশ : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কি শাহাদত পর ইযহারে গাম' (বাংলাদেশের চিঠি : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের শাহাদতে শোক প্রকাশ) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উর্দূ ভাষায় প্রেরিত উক্ত শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের শাহাদতে আমরা সবাই আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। বাংলাদেশের আহলেহাদীছ ছাত্র ও যুবকদের পক্ষ থেকে আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক মরহূম আল্লামাকে স্বীয় খাছ রহমত ও মাগফিরাতে সম্মানিত করুন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়-স্বজনকে পরম ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দান করুন। আমীন!

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ছিলেন তার সময়ের অতুলনীয় বাগ্মী, লেখক, সংগঠক, আলেমে দ্বীন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক মুজাহিদ। মুশরিক, বিদ'আতী ও দ্বীন বিকৃতকারীদের বুকে কম্পন সৃষ্টিকারী, নির্ভীক সত্যভাষী আল্লামা যহীরের মৃত্যু এভাবে হওয়াটাই মর্যাদাকর ছিল। জিহাদের ময়দানের সেনাপতিকে খ্যাতির শীর্ষে চমকানো অবস্থায় মহান প্রভু স্বীয় রহমতের ছায়াতলে টেনে নিলেন।

আল্লামা যহীর কি চলে গেছেন? শত্রুরা তাকে মেরে ফেলেছে? কখনোই না। আল-কাদিয়ানিয়াহ, আল-বাহাইয়াহ, আশ-শী'আহ ওয়াল কুরআন, আল-ব্রেলভিয়া এবং তার অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থাবলী, সংবাদপত্র, তার তর্জুমানুল হাদীছ, জমঈয়তে আহলেহাদীছ সবই তো তাঁর জীবন্ত কীর্তি।

ফেব্রুয়ারী '৮৫-এর ঢাকা কনফারেন্সে তাঁর অগ্নিঝরা ভাষণ তো আমরা এখনো শুনতে পাচ্ছি। বাংলাদেশে আগামী সফরে তিনি বাংলায় ভাষণ দিবেন বলে ওয়াদা করে গেছেন। আর আমরা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে তাঁকে সেদিন 'শেরে পাকিস্তান' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করব বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলাম। এখন মৃত্যুর পরে কি তাঁকে আমরা উক্ত লকব দিতে পারি না?

এরূপ অতুলনীয় নেতার মৃত্যুতে পাকিস্তানীদের এবং বিশেষ করে আহলেহাদীছ জামা'আত ও জমঈয়তের যে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর খাছ রহমতে তার উত্তম বিনিময় দান করুন! আমীন'!! (অনূদিত)[১৬৪]

২৪.০৯.২০১১ তারিখে লেখককে দেওয়া এক লিখিত তথ্যে তিনি বলেন, 'যহীর আমার সাময়িককালের বন্ধু ছিলেন। প্রথমে কলমী, পরে সরাসরি। আমি তাঁকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় বক্তা হিসাবে

১৫৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯-১০৩, ১০৫-১০৬।*
১৬০. *শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ২।*
১৬১. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।*
১৬২. *'আল-ইত্তিজাবাহ', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৩৩-৩৪; 'আদ-দাওয়াহ', সংখ্যা ১০৮৭, ১৫/৮/১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৪০-৪১।*
১৬৩. *'আল-ইত্তিজাবাহ', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ।*
১৬৪. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১ (লাহোর : সেপ্টেম্বর ১৯৮৭), পৃঃ ১২৩।*

দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলাম। তিনি তা কবুল করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

১৯৮৫ সালে ঢাকায় জমঈয়ত কনফারেন্সে তাঁকে আনার মূল ভূমিকায় ছিলাম আমি। কেন জানিনা ডক্টর ছাহেব তাঁকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তাঁকে মাত্র ১৫ মিনিট সময় দেন বক্তৃতার জন্য। যার জন্য হাযারো মানুষের আগমন, যার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে হাযারো শ্রোতা, তাঁর জন্য এত সংক্ষিপ্ত সময় নির্ধারণ কেউই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু সভাপতির আদেশ শিরোধার্য। আমার বিরূপ মনোভাব বুঝতে পেরে যহীর মাইকের কাছে যাওয়ার আগে আমার হাতে হাত রেখে বললেন, 'দিল খারাব না কী জিয়ে' *(মন খারাব করবেন না)*। তারপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানা শেষে ভাষণ শুরুর এক পর্যায়ে ঝলসে উঠে বললেন, *ছদরে জালসা মুঝে পন্দ্রা মিনিট টাইম দিয়ে হ্যাঁয়। ওহ নেহী জানতে হ্যাঁয় কে যহীর কো গরম হোনে কে লিয়ে পন্দ্রা মিনিট লাগতা হ্যায়'* (*সভাপতি ছাহেব আমাকে ১৫ মিনিট সময় দিয়েছেন। উনি জানেন না যে, যহীরের গরম হ'তেই ১৫ মিনিট সময় লাগে)*। এতেই শ্রোতারা সব গরম হয়ে উঠলো। ওদিকে যহীরের বক্তৃতায় আগুনের ফুলকি বের হতে লাগলো। শুরু হ'ল আহলেহাদীছের সত্যতার উপরে একের পর এক কোটেশন টানা ও তার আবেগঘন ব্যাখ্যা। অগ্নিঝরা ভাষণ, অপূর্ব বাকভঙ্গি, যুক্তি আর চ্যালেঞ্জের দাপট, সব মিলে পুরা সম্মেলনটাই হয়ে গেল যহীরময়। সভাপতি ছাহেবও অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন এই তরুণ পাকিস্তানী সিংহের প্রতি। ১৫ মিনিট পেরিয়ে কখন যে সময় ঘণ্টার কাছাকাছি চলে গেছে, কারুরই খেয়াল নেই। যহীর এবার শেষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন- *'বিদ'আতী লোগো! আগার আহলেহাদীছ কা এক মাসআলা ভী তোম ছহীহ হাদীছ কে খেলাফ দেখানা সেকো তো লে আও। তোমহারে লিয়ে যহীর হাফতা ভর হোটেল মেঁ ইন্তেযার করে গা'* (*বিদ'আতীরা শোনো। যদি তোমরা আহলেহাদীছের একটি মাসআলাও ছহীহ হাদীছের খেলাফ দেখাতে পারো, তবে নিয়ে আস। তোমাদের জন্য যহীর হোটেলে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে)*। সমস্ত সম্মেলন মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। দক্ষ শিল্পীর মত যহীর এবার দপ করে নিভে গেলেন ও ভাষণ শেষ করে পিছন ফিরে আমার হাত ধরে মঞ্চ থেকে নেমে এসে সোজা একটানে হোটেল 'শেরাটন'। সেখানে এসে চলল বহুক্ষণ তার সরস আলাপচারিতা। সেই সাথে রাগ-ক্ষোভ অনেক কিছু। পাকিস্তান জমঈয়তের নেতাদের সাথে বাংলাদেশ জমঈয়তের নেতার মনোভঙ্গি ও আচরণের সাথে তিনি অনেক মিল খুঁজে পেলেন এবং আমাকে হিম্মত নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। তার তেজস্বিতা, ওজস্বিনী ভাষণ, খোলামেলা আলাপচারিতা ও এক দিনের বন্ধুসুলভ আচরণ আমি আজও ভুলতে পারি না। শত্রুর বোমা তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু ঢাকায় তার ঐতিহাসিক ভাষণের অগ্নিঝরা কণ্ঠ আজও আমাদের কানে ভাসছে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন- আমীন!'

১৭. Wikipedia-তে বলা হয়েছে, Allama Ihsan Elahi Zaheer was a Ahle-Hadeeth Muslim great scholar of Islam as well as Author from Pakistan. 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর একজন বড় মাপের পাকিস্তানী আহলেহাদীছ আলেম ও লেখক ছিলেন'।[১৬৫]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) বিংশ শতকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ময়দানে নিয়োজিত এক নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় সিপাহসালার ছিলেন। পাকিস্তানে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে তিনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অগ্নিঝরা বক্তৃতা, ক্ষুরধার লেখনী ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঘুমন্ত আহলেহাদীছ জামা'আতকে অল্প সময়ের মধ্যেই জাগিয়ে তুলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির বীজ বপন করেন।

শী'আ, কাদিয়ানী, ব্রেলভী, বাহাইয়া, বাবিয়া প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলো ইসলামের শ্বেত-শুভ্র রূপকে কালিমালিপ্ত করার যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে আল্লামা যহীর গবেষণালব্ধ বই-পত্র লিখে বিশ্বের কাছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন। এসব পথভ্রষ্ট ফিরকার আক্বীদা-বিশ্বাস তাদের লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে শক্তিশালী দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে তিনি সেগুলো এমনভাবে খণ্ডন করতেন যে, তারা তা মুকাবিলা করার দুঃসাহস দেখাত না। তাঁর বই-পুস্তক পড়ে এসব ফিরকার অনেকেই তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

'খতীবে মিল্লাত' 'খতীবে কওম' রূপে অভিহিত আল্লামা যহীর ছিলেন সময়ের সেরা বাগ্মী। তাঁর অগ্নিঝরা বক্তৃতা হকপিয়াসীদের মনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রদীপ প্রজ্বলিত করত, আর বাতিলপন্থীদের বুকে থরথর কম্পন সৃষ্টি করত। তাঁর বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জের কাছে বিদ'আতী, কবরপূজারী ও পথভ্রষ্ট ফিরকার লোকজন ছিল অসহায়-নিরুপায়। আল্লাহ্র পথে দাওয়াতে অন্তঃপ্রাণ এই বিরল আহলেহাদীছ প্রতিভা খ্যাতির শীর্ষে দেদীপ্যমান থাকা অবস্থায় কুচক্রীদের বোমার আঘাতে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালের ৩০ মার্চ দপ করে নিভে যান। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে ঠাঁই দিয়ে সম্মানিত করুন! আমীন!!

১৬৫. *www. wikipedia. org.*